চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 September 2019 ■ আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৪ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এনআরসি ঃ চূড়ান্ত তালিকায় অসমে বাদ ১৯ লক্ষ

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) ।। যাবতীয় উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত সংযোজিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র চূড়ান্ত তালিকা। প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আজ শনিবার ৩১ আগস্ট পূর্ব নির্ধারিত সময় সকাল দশটায় এই তালিকা প্রকাশ করেছেন রাজ্য এনআরসি কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের প্রতিটি জেলার সব এনআরসি সেবাকেন্দ্রে উপলব্ধ হবে তালিকাটি। এদিকে, এই খবর লেখা পর্যন্ত রাজের কোনও প্রান্ত থেকে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এনআরসি-র প্রথম খসড়া থেকে ৪০,০৭,৭০৭ জনের নাম বাদ পড়েছিল। পরবর্তীতে চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে প্রামাণিক ওজর-আপত্তি ফর্মে তথ্য-সহ আবেদন জানিয়েছিলেন ৩৬,২৬,৬৩০ জন। এ-থেকে ১৯ লক্ষ ৬, ৬৫৭ জনের নাম বাদ পড়েছে সংযোজিত চূড়ান্ত তালিকা থেকে। তবে যাদের নাম পড়েছে, তাঁরা আগামী ১২০ দিনের মধ্যে প্রামাণিক তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদেশি ট্রাইবুনালে প্রদর্শন করে নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

এদিকে প্রশ্ন উঠেছে এনআরসি-র প্রথম খসড়া-ছুট ৪০,০৭,৭০৭ জনের মধ্য আবেদন জানিয়েছিলেন ৩৬,২৬,৬৩০ জন। বাকি ৩,৮১, ০০৭ জন কোথায় গেলেন? কেন এরা পুনরায় আবেদন জানাননি?

চূড়ান্ত তালিকায় কারা, কীভাবে নাম দেখবেন?

প্রথমত, ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই প্রকাশিত এনআরসি-র সম্পূর্ণ খসড়ায় যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাঁরা, নতুবা ২০১৯ সালের ২৬ জুন প্রকাশিত অতিরিক্ত সম্পূর্ণ খসড়া-ছুটরা, অথবা সম্পূর্ণ এনআরসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যে-সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওজর-আপত্তি দাখিল করা হয়েছিল তাঁরা তাঁদের নির্ধারিত এনএসকে / সার্কল অফিস / জেলাশাসকের কার্যালয়ে চূড়ান্ত সংযোজনী এনআরসি তালিকায় তাঁদের অবস্থিতি দেখতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, যাঁদের ২০১৯ সালের ৫ জুলাই থেকে পরিচালিত শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের নাম একই পদ্ধতি এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় দেখতে পারবেন। এছাড়া যাঁদের কোনও শুনানিতে ডাকা হয়নি।

এদিকে, আজ যে চূড়ান্ত সংযোজিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে 'আশাহত' অসমের প্রভাবশালী মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এ ধরনের ভেজাল একটি তালিকা যে প্রতীক হাজেলা (এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক) আজ অসমবাসীকে উপহার দেবেন তা আগেই জানতেন, যেদিন প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল।

শনিবার সকাল ১০টায় প্রকাশিত হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা। এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে ৩,১১, ২১,০০৪ জনের নাম। বাদ পড়েছেন ১৯,০৬,৬৫৭ জন। এর পর মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের কাছে প্রকাশিত এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে হিন্দুস্থান সমাচার-কে তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস ছিল এনআরসি-টি অসমকে অবৈধ বিদেশিমুক্ত করতে সহায়তা

করবে। এতদিন যে হতাশাপূর্ণ ধারণা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, আজ তালিকা দেখে নিশ্চিত হয়েছি। ত্রুটিপূর্ণ এনআরসি-ই প্রকাশ করেছেন প্রতীক হাজেলা।'

আক্ষেপ করে মন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, 'ড্রাফট আসার পর এবং এনআরসি-র বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আশা হারিয়ে ফেলেছি। যখন কোনও প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম এনআরসি থেকে বাদ পড়ে, তখন কী করে দাবি করতে পারেন, এই তথ্যগুলো অসমিয়া সমাজের জন্য রেড লেটার।' বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, 'দক্ষিণ শালমারা, ধুবড়ির মতো বাংলাদেশ-ঘেঁষা সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে এনআরসি-ছুট মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম। অথচ বাকি জেলাগুলোয় এই সংখ্যা বেশি। তা কেমন করে সম্ভব? এই রাজ্যেই কাঁটাতারের বেড়া কেটে, নদী সীমান্ত অতিক্রম করে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশির অনুপ্রবেশ হয়েছে বলে দাবি উঠেছিল। সেক্ষেত্রে ওইসব জেলায় বাদ পড়া মানুষের সংখ্যা এত কম, তা বিস্ময় নয় তো কী?'

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে নর্থ-ইস্ট জেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, 'অবৈধ বাংলাদেশিদের অসম থেকে বহিষ্কার করতে এনআরসি-র কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল বা ফাইনাল নয়। কিছু দিন অপেক্ষা করুন, বিজেপি-র শাসনকালেই ফাইনাল এনআরসি পাবেন।' 'আঞ্চলিকতাবাদী'দের কটাক্ষ করেন তিনি আরও বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি, এই জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র তালিকাকে জাতীয় দলিল বলার কোনও অবকাশ নেই। কেননা, যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে লক্ষ লক্ষ বিদেশির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই যে-সকল প্রকৃত ভারতীয়ের নাম এই তালিকায় সন্নিবিষ্ট হয়নি তাঁদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনও অবকাশ নেই। নাম না থাকলেই তাঁদের বিদেশি বলে বিতাড়িত করা হবে না। নাম বাদ পড়া প্রকৃত ভারতীয়রা যদি নিজেদের বিদেশি ভেবে কাঁদতে থাকেন, তা-হলে এটা জাতীয় দলিল হয় কী করে? এ ধরনের শব্দ আমরা কবেই বিস্মৃত হয়েছি।'

তাঁর ব্যাখ্যা, 'প্রথম খসড়ায় যখন দক্ষিণ শালমারা মানকাচরে বাদ পড়া মানুষের সংখ্যা ৬ শতাংশ, ধুবড়িতে ৬ শতাংশ দেখানোর পাশাপাশি কারবি আংলং (পাহাড়ি জনজাতি অধ্যুষিত জেলা)-এ ১৬ শতাংশ নাগরিকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেদিনই একে অসমিয়া জাতির দলিল, জাতীয় দলিল ইত্যাদি রূপকথাগুলো ছেড়ে দিয়েছি।' বলেন, 'চিন্তা করবেন না, বিদেশি বিতাড়নের জন্য দিশপুর (গুয়াহাটি) নয়াদিল্লি নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করছে। সরকার ইতিমধ্যে কাজ শুরুও করে দিয়েছে।'

অপরদিকে, অসৎ উদ্দেশ্যে এনআরসি করে সমাজের এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। অসমে জাতীয় পঞ্জিকরণের চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে শনিবার এভাবেই সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার সন্ধে বেলা পর পর টুইট করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ সেখানে তিনি লেখেন, অসৎ উদ্দেশে এনআরসি করে সমাজের এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। যে সমস্ত বাঙালিদের নাম বাদ গিয়েছে এনআরসি তালিকা থেকে বিশেষ করে তাঁদের জন্য মন কাঁদছে। এদিন টুইটে তিনি আরও লেখেন, এনআরসি বিভ্রাট ওদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। এর থেকে ওরা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে গিয়েছিল। গোটা দেশ জবাব চাইবে ওদের থেকে।

উল্লেখই, এর আগে ২০১৭-র ডিসেম্বরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জিকরণের খসড়া তালিকা প্রকাশের পরই সংসদীয় দলকে অসমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুখেন্দুশেখর রায়, মমতাবালা ঠাকুর, মহুয়া মৈত্রদের বিমানবন্দরের বাইরেই বেরোতে দেয়নি অসম প্রশাসন। বিমানবন্দরের লাউঞ্জে রাত কাটিয়েই পরের দিন সকালের বিমান ধরে কলকাতায় ফিরে আসতে হয় তৃণমূলের দলকে। তারপর বিশপদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লি গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দেখা করেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং —এর সঙ্গে। ক্ষোভ উগরে দেন সেখানকার মানুষের অবস্থা এবং তাঁর দলের সাংসদদের সঙ্গে অসম প্রশাসনের ব্যবহার নিয়ে।

সুর চড়ালেন সাংসদ অধীর চৌধুরীও। "আমার বাবা বাংলাদেশি ছিল, আমাকেও বের করে দিন।" শনিবার অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এভাবেই নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

শনিবার অসমে প্রকাশিত হল এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা। তাতে প্রায় ১৯ লাখ নাগরিকের নাম বাদ পড়েছে। এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাল্টি খেলেন শোভন-বৈশাখী

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ।। পাল্টি খেলেন শোভন ও বৈশাখী। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় অমর্যাদা নিয়ে দলে থাকবেন না বলে দলত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক ভাবে ইস্তফা দিতেও রাজি বলে বিজেপি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিম বঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয় বর্গিয়কে জানিয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়। ১৫ দিনেই ভোল বদলকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলের বিদ্রুপের মুখোমুখি হয়েছেন শোভন - বৈশাখী।

একদা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির সবচেয়ে কাছের মানুষ শোভন চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলের সাথে মতানৈক্যের জেরে বান্ধবী বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাম্বুলেন্সে মাদক পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় মাদক পাচারে এবার ব্যবহার করা হচ্ছে জরুরি পরিষেবার অ্যাম্বুলেন্স। প্রশাসন যতই কঠোর হচ্ছে ততই অভিনব কায়দায় নেশা সামগ্রী পাচারে সক্রিয় হয়ে উঠছে ড্রাগস মাফিয়ারা। লরির আসনের নীচে, টাপ বক্স, তেল পরিবাহী ট্যাংকার, সুপার বাসের নানা গোপন স্থান, মহিলাদের মাধ্যমে নেশা সামগ্রী পাচারের পর এবার নতুন কৌশল হাতে নিয়েছে ড্রাগস পাচারকারীরা।

শনিবার এমনই এক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা। আজ গাঁজা বোঝাই টিআর ০৫ ২৯৯১ নম্বরের একটি অ্যাম্বুলেন্স পুলিশি অভিযানে ধরা পড়েছে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন কুর্তি এলাকায়। গাঁজা বোঝাই অ্যাম্বুলেন্সটি ধরা পড়লেও রহস্যজনকভাবে ফেরার হয়ে গেছে তার চালক। জানা গেছে, অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর থেকে প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার দুই কুইন্টাল গাঁজা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষনস্তর উন্নতীকরণ, প্রথম এডুকেশন ফাউন্ডেশনের সাথে মৌ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষনস্তরকে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তর মুম্বাইস্থিত প্রথম এডুকেশন ফাউণ্ডেশনের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আজ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হন।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নীতকরণের বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষনস্তর কোন পর্যায়ে রয়েছে তা দেখার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর একটি সার্ভে করেছে। তাতে দেখা গেছে বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীও রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে মেধাবীদের সমপর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য নতুন দিশা প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সাধনা ও প্রেরণা দুটি গ্রুপে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষনস্তর উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষনস্তর উন্নত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে প্রথম এডুকেশন ফাউণ্ডেশন। তারা ইতিমধ্যে ২৮০ জন কী রিসোর্সপার্সন প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছে। এছাড়া ১৭৮৪২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ৪৩৪৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রথম এডুকেশন ফাউণ্ডেশনের সাথে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিটি প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য যদিও প্রথম এডুকেশন ফাউণ্ডেশনকে কোনও সাম্মানিক দিতে হবে না।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্তে বিক্ষোভ ব্যাঙ্ক কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ আগরতলায় সকালে ও সন্ধ্যায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠন। আনাদায়ী ঋণ আদায়ে নজর দেওয়ার বদলে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে সংযুক্তিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে, আগামী দিনে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে দেশ। শনিবার এইভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সুর চড়ালেন ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠনের নেতা সুমিত চৌধুরী।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন দেশের ১০টি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন। এরই প্রতিবাদে আজ সকালে আগরতলায় ব্যাঙ্ক কর্মীরা কালো ব্যাচ পরিধান করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিকেলে তাঁরা প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেছেন।

সংগঠনের নেতা সুমিত চৌধুরীর কথায়, দেশের উন্নতিতে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কগুলির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে সারা বিশ্বে আর্থিক মন্দা দেখা দিলেও ভারতে তার প্রভাব পড়েনি। তার পেছনেও রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা ছিল। তাঁর অভিযোগ, কোন আলোচনা ছাড়াই ১০টি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে স্পষ্ট, বাস্তবের সাথে সংগতি না রেখেই এই ঘোষণা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্তের দেশ ভয়ঙ্কর পরিণামের মুখোমুখি হবে।

তাঁর মতে, দেশের পরিস্থিতির সাথে সাযুজ্য রেখে সংযুক্তিকরণের বদলে আরো শাখা খোলা প্রয়োজন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বাস নিতে পারছেন না মানুষ অভিযোগে মাসব্যাপী আন্দোলনে সিটু্য'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। মাসব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচীর ঘোষণা দিল সিআইটিইউ। আগামীকাল আগরতলায় প্যারাডাইস চৌমুহনীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মঞ্চ দিয়ে শুরু হচ্ছে তাদের কর্মসূচী। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে এই ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, চারিদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছে। তাতে মানুষ শ্বাস নিতে পারছেন না। তাই, লড়াই আন্দোলনের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর নিশানায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও ছিল।

এদিন শ্রী দে বলেন, আগামীকালের আন্দোলন কর্মসূচীর পর ৫ সেপেম্বর ত্রিপুরা ক্ষেত মজদুর ইউনিয়ন এবং ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদকে সাথে নিয়ে সিআইটিইউ বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করবে। পাশাপাশি, সেপেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণবস্থান পালন করা হবে।

তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোটের ১৭ মাসের শাসনকালে নানাভাবে মানুষের উপর আঘাত হানা হয়েছে। একের পর এক গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। শুধু তাই নয়, সরকারী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসমের বাসিন্দা আগরতলায় হোটেলে আত্মঘাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। রাজ্যে বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত অসম নিবাসী এক ব্যক্তি আগরতলায় হোটেলের রুমে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ তার মৃতদেহের পাশ থেকে একটি স্যুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। কিন্তু, তদন্তের স্বার্থে তাতে লেখা রয়েছে তা জানায়নি।

আজ সকালে আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোডস্থিত রূপারতরি হোটেলের ২০৫ নম্বর রুমে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। অসমের রাজধানী গুয়াহাটির পল্টনবাজার থানাধীন বড়া সার্ভিস এলাকার শনিরাম বড়া লেইনের বাসিন্দা কমল সাহা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। মাস দুয়েক ধরে তিনি ওই হোটেলেই থাকতেন বলে হোটেলের ম্যানেজার সঞ্জিব দেববর্মা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আগরতলায় জুস

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নম্বর কম, বাবা-মার বকুনি, অভিমানে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। পরীক্ষায় নম্বর কম পাওয়ায় বাবা-মা বকাবকি করেছিলেন। তাই অভিমানে আত্মঘাতি হয়েছে দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রী।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, শুক্রবার দুপুর পৌনে ১টা নাগাদ খবর আসে স্থানীয় দাসপাড়ার বাসিন্দা দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রী শিউলি দাস ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আজ ময়না তদন্তের পর ওই নাবালিকার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, তদন্ত করে জানা গিয়েছে, প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় অংকে কম নম্বর পাওয়ায় তার বাবা-মা তাকে বকাবকি করেছিলেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর মাত্র দুই দিন বাকি গণেশ পূজার। তাই মূর্তি পাড়ায় চলছে শেষ তুলির টান। শনিবার তোলা ছবি নিজস্ব।

বীনা হত্যাকান্ডে দোষী সাব্যস্ত রজত তাঁতীর আমৃত্যু সশ্রম কারাবাসের সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। বীনা হত্যাকান্ডে দোষী সাব্যস্ত রজত তাঁতীকে আমৃত্যু সশ্রম কারাদন্ডের সাজা দিলেন ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক গৌতম সরকার।

প্রসঙ্গত, দুই বছর পর ধর্মনগরে বীনা হত্যাকান্ডে সাজা ঘোষণা হয়েছে। ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় ধর্মনগর জেলা ও দাওয়া আদালত ভারতীয় ফৌজদারী দন্ডবিধি ৩০২, ২০১, ৩৭৬ এবং পক্সো আইনের ৪ ধারায় গত ২৮ আগস্ট রজত তাঁতীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

২০১৭ সালের ২৬ মার্চ উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল বীনা নামে এক নাবালিকাকে। ওই ঘটনায় সিপিএম নারী নেত্রীর ছেলে রজত তাঁতীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠে। কিন্তু, তৎকালীন শাসক দলের মদতে তাকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে ঢিলেমি দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু, বীনার পরিবার ও সাধারণ মানুষ এবং বিজেপি মহিলা মোর্চার চাপে পুলিশ অবশেষে রজত তাঁতীকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিটও জমা দেয়। এরপর থেকে আদালতে ওই মামলায় শুনানি শুরু হয়।

আজ রজত তাঁতীকে আদালতে তোলা হবে সেই খবর আগেই জানতে পেরেছিলেন ধর্মনগরের মানুষ। কারণ, গত ২৮ আগস্ট আদালত জানিয়েছিল ৩১ আগস্ট ওই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে দূরপাল্লার ট্রেনের অনলাইন বুকিংয়ে লাগবে বাড়তি সার্ভিস চার্জ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) ।। আগামীকাল থেকে দামী হচ্ছে দূরপাল্লার ট্রেনের অনলাইন বুকিং ঊ ১ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কাটলে বাড়তি সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। আগস্ট মাসে আইআরসিটিসির জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী এ বার থেকে নন এসি টিকিটের ক্ষেত্রে অনলাইনে টিকিট কাটলে ১৫ টাকা এবং এসি (প্রথম শ্রেণি)-র কামরার ক্ষেত্রে ৩০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। এর সঙ্গে আলাদা করে যুক্ত হবে জিএসটি।

ডিজিটাল লেনদেনকে আরও বাড়ানোর জন্যে সার্ভিস চার্জ তুলে নিয়েছিল বিজেপি সরকার। এই মাসের শুরুতেই রেলওয়ে বোর্ড আইআরসিটিসিকে ওই সার্ভিস চার্জ পুনরায় লাগু করার ছাড়পত্র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক সহ চোর ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ আগস্ট ।। মোটর বাইক সহ এক চোর পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। পালাটানা থেকে বাইক সহ রাজীব দাসকে পুলিশ আটক করেছে।

আরকেপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এক মাস আগে পালাটানায় স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে থেকে একটি মোটর বাইক চুরি করে পালিয়েছিল রাজীব দাস। ওই সময় তার সাথে ছিল তেপানীয়া এলাকার আরেক বাইক চোর হরেকৃষ্ণ পাল।

ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে তাদের সনাক্ত করে পুলিশ। আজ মাতাবাড়ি ফুলকামারী এলাকায় সন্তোষ দাসের বাড়ি থেকে রাজীব দাসকে আটক করেছে পুলিশ।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩২০ ▫ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৪ ভাদ্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ত্রুটিপূর্ণই নাগরিকপঞ্জি

জন বিস্ফোরণ গোটা বিশ্বকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। পরিবেশ দূষণের ফলে যেমন উষ্ণায়ণ জীব জগতের জন্য ভয়ঙ্কর, ঠিক তেমনি জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জন বিস্ফোরণও যে কোন সময় বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। সেই কারণেই গোটা বিশ্বে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চলিতেছে। সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ বিদেশী নাগরিকদের আশ্রয় কিংবা প্রশ্রয় দিতে মোটেই আগ্রহী নয়। তদুপরী বিভিন্ন দেশে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ নানা কারণেই ঘটিয়া চলিয়াছে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ভারতবর্ষও তা থেকে মোটেই নিজেদেরকে পৃথক করিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান এক সময় অবিভক্ত ভারতের অংশই ছিল। বিভেদকামী মনোভাবের কারণেই ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হইয়া তিনটি পৃথক দেশে পরিণত হইয়াছে। নিজস্ব সত্ত্বা লইয়া স্বাধীনভাবে এই তিনটি দেশ পথ চলিতে থাকিলেও নানা কারণে প্রায়শই ঝামেলা বাধিতেছে। পাকিস্তান বাংলাদেশকে করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সেই আগ্রাসন নীতি কোনভাবেই মানিয়া নিতে পারে নাই। বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াইয়া পাকিস্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছে ভারতবর্ষ। তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমান বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিগনিত হইয়াছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বহু বাংলাদেশী নাগরিক সেই দেশের মাটি ছাড়িয়া প্রতিবেশী দেশ ভারতের অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐতিহাসিক কারণে ঐসব নাগরিকদের অনেকেই বাংলাদেশে ফিরিয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের তৎকালীন সরকারও ঐসব হিন্দু ও মুসলীম উভয় অংশের বাঙালী নাগরিকদের ভারতবর্ষের মাটিতে আশ্রয় দিয়াছে। যুগের পর যুগ ধরিয়া ঐসব মানুষজন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করিতেছেন। বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা যেমন গ্রহণ করিতেছেন। ঠিক তেমনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় তারা গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারও প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু, এরই নাগরিকপঞ্জি কিংবা এনআরসি বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ হইতে যাহারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়াছিলেন তাঁহাদের জন্য গলার কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসমে শনিবার চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জি প্রকাশিত হইবার পর বিষয়টি রীতিমতো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে।

১৯ লক্ষাধিক মানুষ নাগরিকপঞ্জির অধিকার হইতে বাদ পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ নিয়া দুশ্চিন্তার কালো মেঘ আরো ঘনিভূত হইয়াছে। শুধু যে বাংলাদেশ হইতে আগতরাই নাগরিকপঞ্জি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা নয়। অনেকে বংশ পরম্পরাক্রমে এই দেশে বসবাস করিয়াও নাগরিকপঞ্জি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া যে তথ্য মিলিয়াছে তাহাতে স্পষ্টভাবেই জানা গিয়াছে তাহারা পূর্ব পুরুষদের বৈধ কাগজপত্র মজুত রাখিতে পারেন নাই। সেই কারণেই তাহারাও নাগরিকপঞ্জির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বিদেশী নাগরিকের তকমা গায়ে মাখিতে বাধ্য হইতেছেন। আবার নাগরিকপঞ্জি যে ১০০ শতাংশ সঠিক তাহা বলা মুশকিল হইয়া দাড়াইয়াছে। কেননা, নাগরিকপঞ্জি থেকে এমন বহু নাম বাদ পড়িয়াছে যাহা কোনভাবেই কাঙ্খিত নয়। অসমের একজন বিধায়কের নামও তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। আজীবন সেনা বাহিনীতে চাকুরী করিবার পরও বিদেশী হিসেবে গায়ে তকমা লাগাইতে বাধ্য হইতেছেন। এই ধরনেব ত্রুটিপূর্ণ নাগরিকপঞ্জি রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যালও অসমের নাগরিকপঞ্জি পরখ করিয়া বিস্মিত হইয়াছে। আবার অনেকে নাগরিকপঞ্জিকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। অসমের খোদ অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা নিজেও মন্তব্য করিয়াছেন, এই নাগরিকপঞ্জিকে ভিত্তি করিয়া একজনকেও দেশ হইতে তাড়ানো যাইবে না। স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন উঠিতেছে, নাগরিকপঞ্জি তুমি কার?

করিমগঞ্জ-সহ সমগ্র রাজ্যে এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়া প্রহসনে পরিণত হয়েছে : জেলা বিজেপি

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জ-সহ সমগ্র রাজ্যে জতীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়া এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় প্রকৃত ভারতীয় নাম বাদ পড়েছে, অথচ বাংলাদেশিদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জেলার ১৩ লক্ষ ২৪ হাজার আবেদনকারীর মধ্যে কতজনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আর কতজনের নাম বাদ পড়েছে এই বিষয়টাও পরিষ্কার করে খোলসা করছেন না জেলা এনআরসি কর্তৃপক্ষ। এ-নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

সুব্রত বলেন, করিমগঞ্জ জেলা-সহ রাজ্য এনআরসি কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির কারণেই আজ প্রকৃত ভারতীয়দের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ২০১৫ থেকে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাজ্য এনআরসি কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে প্রকৃত ভারতীয়কে আজ নানান সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশিদের চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পাওয়াটাই প্রমাণ করে যে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি।

সুব্রতবাবু জেলা এনআরসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জে ১৩ লক্ষ ২৪ হাজার আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরও জেলা এনআরসি কর্তৃপক্ষ ঠিক কতজন আবেদনকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং কতজনের নাম বাদ পড়েছে, সেই তথ্যটা তুলে ধরতে পারছে না। চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রকৃত ভারতীয়দের পাশে থেকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। এ-ব্যাপারে রূপরেখা তৈরি করতে আগামীকাল জেলার দলীয় সদর কার্যালয়ে জেলা কমিটির পদাধিকারীদের নিয়ে বেলা ১২টায় এক জরুরি সভায় মিলিত হবেন বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

এদিকে আজ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলায় সম্পর্ণ প্রস্তুত ছিল জেলা প্রশাসন। সকাল থেকেই জেলার ৮৬টি সেবা কেন্দ্র-সহ প্রতিটি সার্কল কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছিল। বদরপুর, ভাঙ্গা, করিমগঞ্জ শহর, নিলামবাজার, আসিমগঞ্জ, ফকিরাবাজার-সহ বেশ কিছু অঞ্চলেও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা টহল দেন। প্রশাসনিক চোখ রাঙানিতে জেলার কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। জেলার সর্বত্রই শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রয়েছে।

তিনদিন ব্যাপী জন সংবাদ যাত্রা করবে আপ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : সামনেই দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন সেই লক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী জন সংবাদ যাত্রা নামে একটি কর্মসূচি নিতে চলেছে আম আদমি পার্টি (আপ)। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে দিল্লির সরকার যে উন্নয়ন এবং জনমুখী যে কাজ করেছে তা এই কর্মসূচির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হবে। আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী গোপাল রাই এই যাত্রার দায়িত্বে থাকবেন। ওইদিন বিকেল ৫টা নাগাদ রোহিনি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই যাত্রার শুভ সূচনা হবে। শেষ হবে মঙ্গলবার রিথালা বিধানসভা কেন্দ্রে। দলীয় বার্তা এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিভিন্ন উন্নয়ণমুখী কাজকে এই যাত্রার মাধ্যমে প্রচার করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জনাদেশ পেয়ে ক্ষমতায় আসে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টি।

কলমের রূপান্তর

পবিত্র সরকার

ইশকুলে যখন ইতিহাস পড়তাম, তখন প্রায়ই আমাদের কোনও না কোনও সাম্রাজ্যের 'পতনের কারণ' পড়চে হত। তা নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না, যতক্ষণ না তা আমাদের পতনের কারণ হয়, সে পাঠ সম্বন্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। এই প্রসঙ্গে শুনেছিলাম, যে গিবন বলে এক বিচ্ছিরি নামের ভদ্রলোক, খেয়েদেয়ে আর হাতে কোনও কাজ না থাকায়, 'The Decline and Fall of the Roman Empire', বলে একটা বই লিখেছিলেন। একবার কোনও এক লাইব্রেরিতে সেটার একখণ্ড হাতে নিয়ে 'বাপ রে'! বলে সে বই ফেলে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম। সে খণ্ড যেমন মোটা, তেমনই খুদে খুদে ইংরেজি অক্ষরে ছাপা, যে কোনও বাংলা মিডিয়ামে পড়া বাঙালি ছেলের মনে মৃত্যুভয় জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। তবে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সে বই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকা যেত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নায়ক যেমন ওই অভিজ্ঞতাকে সামাল দিতে ওয়েবস্টার ডিকশনারি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। যাই হোক, এক কথা থেকে বলার ক্রনিক বদরোগের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে বলি, কলমেরও এইরকম ক্ষয় আর পতনের ইতিহাস লেখা যায়, তার সাম্রাজ্যও এখন ভীষণ নড়বড়ে আকার নিয়েছে বলে মনে হয়। সে কাজটা ইতিহাসিকদের জন্যে তোলা থাক। আমি কলমের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনযাপনে, এবং তাতে যে উত্থানপতন ঘটেছে, তারই কথা বলি।

কলম হল তাই, যা দিয়ে লেখা হয়। লেখার ও কতরকম আছে। পাথরের বুকে লেখা হয়,সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সেই গান শুনে আমরা বালক বয়সেও হাপুস-হুপুস কাঁদতাম— 'আমি চলে গেলে, পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম, বিদায়ের আগে শুধু ওগো এই মিনতি করে গেলাম।' না, গীতিকার একটু অতিরিক্ত ভেবেছিলেন, কোনও প্রেমিকাই পাথরের বুকে প্রেমিকের নাম লেখে না, যদি অবশ্য সে প্রেমিকা রদ্যাঁ বা আমাদের মীরা মুখোপাধ্যায়ের মতো ভাস্কর বা তক্ষণশিল্পী না হয়। তাঁদের কলম তখন হাতুড়ি-ছেনি-বাটালি। পাথরে নাম লেখে রাজা-রাজড়ারা, মানে তাদের হয়ে অন্যরা লেখে। তারাই আবার রাজাদের হয়ে লেখে সোনার রূপোর বা তামার পাতে, সরু লোহার কলম বা স্টাইলাস দিয়ে আমরা সাধারণ হেঁজিপেঁজিরা সে কলম চোখেই দেখিনি, ছুঁতে পারা তো দূরের কথা। সেসব কলমের সঙ্গে কালির কোনও সম্পর্ক ছিল না, কাগজেরও না। লেখার গণতন্ত্রীভবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে কাহজ, কালি এসব এল। তালপাতা বেশ কিছুদিন ছিল, শুকনো কলাপাতাও, তারপর দিশি তুলট কাগজ আর পরে মিলের কাগজের কাছে তারা ময়দান ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল। কলমের সঙ্গে কালির সম্পর্ক আচ্ছেদ্য হয়ে উঠল, কাগজেরও, যদিও বাংলা প্রবাদে 'কালি কলম মন, লেখে এ তিনজন' বলে কাগজকে তেমন পাত্তা দেওয়া হয়নি। কেন পাত্তা দেওয়া হয়নি, তা একটু একটু বুঝেছি,কারণ তো এই যে, কাগজ লেখার একমাত্র আধারর নয়।

চোখে দেখিনি পাখির পালকের কমলও। সিনেমায় দেখেছি অবশ্য, সিনেমার বাইরে নয়। তার নাম নাকি ছিল Penna যা থেকে 'পেন' কথাটা এসেছে। আমাদের জীবনে একে একে যেসব কলমের আবির্ভাব আর বিলয় ঘটেছে, তাদের কথাই বলব।

গেরামের ছেলে, শৈশবে কলম আমাদের কাছে নিষিদ্ধ বস্তু ছিল। আর আমরা সেই অন্ধকার প্রস্তরযুগের মানুষ যখন গ্রামে ফাউন্টেন পেনও খুব বেশি পৌঁছয়নি, দোয়াতের কালিতে ডোবানো নিব-ওয়ালা কাঠের কলম নিয়েই অভিভাবকেরা তাঁদের সেরেস্তাার কাজকর্ম চালাতেন। আমরা শুরু করেছিলাম স্লেট আর চক দিয়ে। তখনকার দিনে শক্ত পাথরের পেনসিলের মতো চক পাওয়া যেত, তাই দিয়েই স্লেটে আমাদের অক্ষর মকশো করতে হত। সেই 'দাগা বুলোতে বুলোতে' অর্থাৎ শিক্ষকের লেখা অ আ ক খ ইত্যাদি বর্ণের ওপর কলম ঘষতে ঘষতে কিছুক্ষণের মধ্যে অক্ষরগুলো হাতি, খরগোশ, বেড়াল ইত্যাদির চেহারা নিত, সেটা আমাদের খুব ভাল লাগত। আর ভাল লাগত জলে ন্যাকড়া ডুবিয়ে স্লেট মুছতে।

২

কলম বলতে আমাদের যার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার হল, তার কথা আমার মনে নেই। বছর ছ'সাত মাসের স্মৃতি, অন্নপ্রাশনের স্মৃতি বিরাশি বছর পর্যন্ত বয়ে বেড়াব, সে বিপুল প্রতিভা আমার কোথায়? কাজেই অন্নপ্রাশনের থালা থেকে বই, না মাটি, না রূপোর টাকা, না কলম—আমি কী তুলে নিয়েছিলাম, তা আমি বলতে পারি না, যাঁরা হলফ করে বা বানিয়ে বলতে পারতেন, তাঁর দীর্ঘদিন বিদ্যায় নিয়েছেন। কাজেই সে সম্বন্ধে কোনও 'আঁখো-দেখা হাল' আমি পেশ করতে পারব না, সে পাঠকেরা যাই বলুন। কারণ আমার কাছে তখন তা নামেও কলম নয়, কাজের নয়—তার কলম হিসেবে 'আইডেন্টিটি'-ই তৈরি হয়নি। তখন সেই কলম আমার কাছে আবার কী, খাবার ছাড়া? থালার বইও খাবার, মাটিও খাবার, টাকাও খাবার কলমই তাই। মুঠো করে ধরব আর মুখে পুরে দেব। আমার পাঠকেরা নিশ্চয়ই খাদ্যবস্ত হিসেবে কলম নিয়ে কোনও বক্তব্য শুনতে চান না।

অন্নপ্রাশনের দীর্ঘদিন পরে যে কলম আমার 'কপালে জুটল', তার নাম খাগের কলম, শরগাছের ডাঁটি কেটে তা থেকে বানানো কলম, এখনকার শহরের ছেলেমেয়েরা দেখেছে কি না সন্দেহ। তাও তা প্রথমে হাতে ওঠেনি, উঠেছে কপালে। সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিতে গিয়ে প্রতিমার সামনে মাটিতে ওই কলমগুলো রাখা থাকত, আমাদের তার ওপর জোরে কপাল চেপে ধরে সে কপাল আবার তুলে নিতে হত। কপাল ব্যথা করে বেশ জোরেই চেপে ধরতাম, কারণ কলমসুদ্ধ কপাল তুলতে হবে— এই ছিল প্রাণপণ লক্ষ্য। যদি কলম কপালের সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেত, তা হলে কিত্তি কাবার। আমাদের নাকি নেকাপড়া হবে। আগে যদি জানতাম লেখাপড়া এত দুঃখের, তা হলে সবেগে মাথা ঝাঁপিয়ে কলম ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। যাই হোক, সেই কলম মাটির দোয়াতের 'কালি'-তে (আসলে কালি-মেশানো দুখ) ডুবিয়ে খাতায় বা কলার পাতায় আটবার শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈঃ নমঃ লিখে তবে আমাদের ছুটি হত।

মুখে দেওয়ার কলম, কপালে লাগানোর কলম, শেষকালে হাতে নিয়ে লেখার কলম। এইবার কলম তার নিজস্ব স্বরূপে আমার জীবনে আবির্ভূত হল, 'আমি এয়েচি, রে ব্যাটা, আর আমার থে ছাড়ান পাবিনে' বলে। যদিও তা বড়দের কলম নয়, ছোটদের কলম। খাগের কলম দিয়েই শুরু, কখনও বা বাঁশের সরু কঞ্চির কলম। রুল-টানা খাতায় হাতের লেখা লিখতে হবে, দোয়াতের কালিতে ডুবিয়ে---ওইসব কলমে নাকি লেখা সুন্দর হয়। তার একটু পরে শিষের পেনসিল হাতে পেলাম, ইশকুলে যা দিয়ে খাতায় লিখতে হত। আমরা বলতাম কাঠ-পেনসিল, ইংরেজি নাকি ছিল উড—পেনসিল। তার আবার দুটো ধরন ছিল—একটায় কালো ঘষা দাগ পরে, আর একটায় বেগুনি দাগ, সে পেনসিলের শিষ জিভে ছোঁয়ালে জিভে বেগুনি রঙ হয়, কালোজাম খেলে যেরকম হত। তার নাম নাকি ছিল কার্বন পেনসিল। পেনসিলও একরকমের কলম কিন্তু তার সঙ্গে দুটো উত্তেজক বস্তু থাকত। একটা 'রবার'—পরে যার ভদ্রলোকি নাম শিখেছে 'ইরেজার', আর একটা হল, পেনসিল সরু করার যন্ত্র, যাতে পেনশিল সরু করার যন্ত্র, যাতে পেনসিলের মুখ ঢুবিয়ে তার শিষ সূক্ষ্ম করা যেত। পেনসিল ছিল, কাঠকয়লা ছিল, মাটির ঢ্যালা ছিল, খোলামকুচি ছিল, পরে ক্রেয়ন এল—কত কিছু দিয়েই না লেখা হত, লেখা হয়। লোকে সেসব দিয়ে সর্বজনীন বাথরুমের দেওয়ালে অসভ্য কথা লেখে, অসভ্য ছবি আঁকে। ট্যুরিস্ট স্পটে গিয়ে পাথরের ওপর নিজের বা পরিবারের সকলের নাম লিখে আসে, বয়ঃসন্ধি পেরনো ছেলেরা ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে 'অনিন্দিতা' জয়দীপ' লেখে। লেখার উপকরণ যেমন প্রচুর, তেমনই লেখার বিষয় অনন্ত।

তা লেখার ওসব সরঞ্জামের কথা থাক। কলমের কথায় ফিরি। প্রথমে তো পেলাম সেই কাঠের নিব-লাগানো কলম, নিবের আগাটা সাপের জিভের মতো একটু চেরা থাকত। তখন কলমের সঙ্গে আর যে জরুরি জিনিসটি ছিল, তার নাম দোয়াত। তাতে কালি ভরা থাকত, সেই কালিতে মাঝে মাঝে কলম ডুবিয়ে লিখতে হত। অনেককে দেখেছি, নিবে বেশি কালি উঠে পাছে লেখা জেবড়ে যায়, সেজন্যে জোয়াতে কলম ডুবিয়ে তুলেই ডাইন-বাঁয়ে না তাকিয়ে কলমটা একটু ঝেড়ে নিতেন, তাতে চারপাশে, বিছানার চাদরে হোক, পাটিতে বা মাদুরে হোত, মেঝেতে হোক—কালির অজস্র ছিটে ছড়িয়ে বিচিত্র অলংকরণ তৈরি হত। কাচের, পেতলের,রূপোর, এমনকী সোনার ও দোয়াত, রূপোর, এমনকী সোনারও দোয়াত-কলম হত,যদিও আমাদের বাড়িতে কাচের চৌকো বা গোল দোয়াত ছাড়া আমরা আর কিছু দেখিনি, প্রকৃতির নিয়মে দ্যাখার কথাও নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বোধ হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর না কার সোনার দোয়াত-কলম রাখা আছে। তখন কারও কোনও লেখা পনে ভাল লাগলে তিনি আশীর্বাদ করতেন 'তোমারসোনার দোয়ত-কলম হোক'---সুবোধ ঘোষের 'ভারত -প্রেমকথা' পড়ে নাকি পরশুরাম বা রাজশেখর বসু তাঁকে এই আশীর্বাদ করেছিলেন।

তা সেসব এলিট-গোত্রের কথা থাক। গ্রামে সেরেস্তার কাজকর্ম, দলিল-দরখাস্তের মুসাবিদা, জমিদারের কাছে আর্জি লেখা, চিঠিপত্র 'শ্রীমান অমুকবাবাজীবনেষু' ইত্যাদি সবই ওই কাঠোর কলম আর দোয়াত দিয়ে হত।

ওই যে বলেছি কাগজ লেখার একমাত্র আধার নয়, তা আমরা ছেলেবেলায় বুঝেছিলাম, এখনও অনেক অভিভাবক নিশ্চয়ই তা বুঝে জ্বালাতন হন। অ আ ক খ লিখতে শেখার পর থেকেই আমরা আমাদের াবড়ির সুন্দর করে লেপা মাটির দেওয়ালে লিখতে শুরু করি। 'বাবা', 'দাদা' থেকে শুরু করে 'গোপাল বড় বাল ছেলে', 'জলে থাকে বাঘ' ইত্যাদি লিখে দেওয়াল ভর্তি করে দিই, যেমন এখনও অনেক শিশু করে থাকে। অনেক মা-বাবা সেগুলোকে প্রশ্রয় দেন, দেওয়ালে চুনকাম বা রং করেন না, শিশু অনেক বড় হয় যাওয়ার পরেও সেগুলো দেওয়ালের তলার অংশে শোভা পায়, শিশুটি না থাকলেও (বহুরকমের না-থাকাই তো আছে) ওই লেখাগুলো তার করুণ স্মৃতি নিয়ে মা-বাবার চোখের জল টেনে আনে। ওসব লেখা মানে, শিশুর প্রথম নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা, হয়তো তার প্রথম কবিতা, যে কবিতা তখনও তার নিজের কথা হয়ে ওঠেনি। কলম তাকে সেই ইচ্ছে আর শক্তি দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্পটার কথা মনে পড়ে।

৩

যেহেতু ভাষা নিয়ে খুচরো দোকানদারি করি, সেহেতু 'দোয়াত', 'কলম' ইত্যাদি নিয়ে আমাদের এই পবিত্র সনাতন ধর্মের দেশে একটু সমস্যার কথা আপনাদের গোচরে আনি। এতে আমি 'দেশদ্রোহী' বলে গণ্য হব কি না, জানি না। 'কলম' কথাটার আর একটা মানে আছে,সেটা হল চিত্রকলার শৈলী, যেমন পাটনাই কলম, কাঙড়া কলম, অন্ধ্রের কলমকারি প্রিন্টের মধ্যেও সম্ভব কলমের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু চিত্রকলার কলম মানে, মোগল-রীতি প্রভাবিত চিত্রকলা-শৈলীর এইসব নাম, এ ব্যাপারে শিল্পরসিকরা ভাল বলতে পারবেন। আর তাছাড়া আছে গাছের 'কলম'।

কিন্তু আমাদের বাঙালিদের সমস্যা ছিল লেখার দোয়াত-কলম নিয়েই। কেন ? না, একশ্রেণির সংস্কৃতজীবী সাত্ত্বিক বাঙালি পণ্ডিত মনে করলেন, কমল, দোয়াত ইত্যাদি শব্দ যেহেতু আরবি ভাষা থেকে এসেছে, আর আরবি ইসলামের ভাষা, সেহেতু সেগুলো বাংলা ভাষার পবিত্রতা নষ্ট করছে, তাই সেগুলোকে বাংলা ভাষা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হোক। তবে 'কলম'-এর বদলেকী লিখব? তাঁরা টিকি দুলিয়ে বললেন, কেন, লেখো 'লেখনী'। আর 'দোয়াত'-এর বদলে? তাঁদের ফতোয়া, লেখো 'মস্যাধার'। পাট্টা'-র বদলে 'ভোগবিধায়ক পত্র', 'আদালত'-এর বদলে 'বিচারালয়।' কী সর্বনাশ,যে কথাগুলো তিন -চারশো বছর ধরে প্রায় সারা দেশের জিভের আস্তানা নিয়েছে, সেগুলোকে ছেড়ে ওইসব কটমট কথাঠ সে আর কী করা যাবে।

কিন্তু না, যাঁরা এর তুমুল বিপক্ষে দাঁড়ালেন, তাঁরা ও কুলীন ব্রাহ্মণ, তবে কতটা সাত্ত্বিক জানি না। একজন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। তিনি বললেন, এই চেনা, অভ্যস্ত আরবি-ফারসি শব্দের বদলে নতুন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার most unreasonable, আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আর এক দুঁদে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বললেন, 'যেসব শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাদেরর তো ভাষায় থাকিবার কায়েমি স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। আমি বলি, যাহা চলতি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও যাহা চলতি নয়, তাহাকে আমিও না। যাহা চলতি, তাহা ইংরেজিই হইক, পারসিকই হউক, সংস্কৃতই হউক---চলুক। ' এমনকী বঙ্কিমচন্দ্রও বলতে বাধ্য হলেন, তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের শেষে ---ইংরেজি, ফারাসি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে—অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। 'বঙ্কিচমন্দ্র নিজেও 'বাঙ্গালার কৃষক'-এ প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'সহজ রচনা-শিক্ষা'-তে বলছেন, 'বিজ্ঞাপন'-এর বদলে চেনা 'ইস্তেহার' ভাল। বিদ্যাসাগর এই তর্কে অংশ নেননি, কিন্তু তাঁর তার্কিক লেখায় (অতি অল্প হইল' ইত্যাদি) তিনি প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'কলম' ইত্যাদি কথা যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির ভাষাদ্বন্দ্বের এক উপলক্ষ হয়ে উঠেছিল, তা হয়তো অনেকেই জানেন না।

৪

যাই হোক, আমার কলমযাপনের ফিরি সম্ভবত ক্লাস ফাইভে, উদ্বাস্তু চিহ্নায়নের পর পশ্চিমবাংলার ইশকুল এসে, প্রথম ফাউন্টের পেন হাতে পেলমা। সস্তা পেন, বলাই বাহুল্য। সেই ১৯৪৮ সাল থেকে পুরো শতাব্দী কাটিয়ে দিলাম কলম হাতে নিয়ে। সে কলমের চেহারায় কতই না বদল ঘটল। আমি সব পরীক্ষাই দিয়েছি অতি সস্তা কলম—যেমন, বিএ, এমএ পরীক্ষা দিয়েছিলাম 'স্বলার' নামে একটা কলমে, তার দাম, যতদূর মনে পড়ে, ছিল এক টাকা পঁচিশ পয়সা। মোটা নিব, কালির ধারা স্বচ্ছন্ন, লিখতে বেশ ভাল লাগত। তখন সব দামি কলমের নাম শুনতাম—পার্কারে, শেফার্স, মঁ ব্লাঁ, ওয়াটারম্যান ইত্যাদি। কিন্তু আমার হাতে অনেকদিন তারা কেউ এসে পৌঁছয়নি। আর অনেকের মতো দামি কলমের শখও ছিল না আমার। মনে আছে তখন কলেজের ক্লাসে বড়লোক কোনও বন্ধু কোনওরম নোটসি না দিয়েই পকেটে একটা পার্কার বা শেফার্স নিয়ে এসে হাজির হত, সবাইকে দ্যাখ্যানোর জন্যে তাকে সাধতে হত না, সে নিজেই সেটা ঘোষণা করত, আর আমরা হিংসের মরে যেতাম। যদিও সেটা তার কলম নয়, বাবার বা দাদার পকেট থেকে 'না বলিয়া' ধরা করা, কিন্তু তাই নিয়ে সেদিন সে মাটির ছ'ইঞ্চি ওপর দিয়ে হাঁটতে। দামি কলম যা আমার হাতে বিশ্ববিধানের ভুলেল এসে পৌঁছেছিল, তা আমার কপালে টেকেওনি। মনে আছে, আমেরিকা থেকে একটা 'গোল্ড পার্কার' এনেছিলাম। সেটা একবার, সম্বভত তার নিজের ইচ্ছেতেই, আমার একটা জ্যাকেটের সঙ্গে লন্ড্রিতে চলে গেল। যথাসময়ে ধুয়ে পাট করা জ্যাকেট ফিরল, কিন্তু কলম আর ফিরল না। আর একবার প্রয়াত অধ্যাপক বিজিতকুমার দতত আমাকে বার্লিন থেকে একটা মঁ ব্লাঁ কলম আমতে টাকা দিয়েছিলেন। কলম কিনে সুটকেসে ভরেও ছিলাম, কিন্তু বাড়িতে ফিরে সুটকেস খুলে সে কলম আর পাইনি। ওই রহস্যের কিনারা একনও প্রতীক্ষিত। এইসব বাবু-কলম তখন প্রচুর চুরি আর পকেটমার হত, যেজন্যে অন্নদাশঙ্কর ছড়া লিখেছিলেন—'কলম কিনি চোরকে দিতে চোর যে আমার মনের মিতে'। যাই হোক, কালির কলমের একটা চমৎকার প্রয়োগ ছিল, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি। একবার কসবার একটি স্কুলে মাধ্যমিকের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ঘরে আমরা দু'জন শিক্ষক পাহারা দিচ্ছিলাম। পরীক্ষার্থীরা সকলেই একটি ফ্যানের কারখানার কাজ করে, পরীক্ষা পাশ করতে পারলে তাদের দশ টাকা মাইনে বাড়বে। আমার সেই সহকর্মী তাদের ঢালাও নকল করার এই চমৎকার যুক্তি কিছুতেই মেনে নিলেন না।, তিনি তাদের বইগুলো সব বাজেয়াপ্ত করলেন। সেই দামাল ছেলেরা যখন পরীক্ষার হল ছাড়ল, তখন দ্যাখা গেল, প্রত্যেক আমার সহকর্মীর সাদা পাঞ্জাবির পিঠ কালি ছিটিয়ে হাসাপাতালে বা শৌচালয়ের গভীর নীল রঙে রঞ্জিত করে গিয়েছে, তিনি টেরও পাননি।

গত শতাব্দীর ষাটের বছরগুলোর শেষে ডটপেন এসে পৌঁছল, কালির কলমে গুমর ভাঙল। দোয়াত পৃথিবী থেকে মুখ লুকিয়ে পালাল,এখন কদাচিৎ তাদের সন্ধান পাওয়া যায়। ড---পেনেরও দামি-সস্তা কত সংস্করণ বেরল, চন্দনকাঠের ডটপেন, জাপান থেকে ডিজিটাল ঘড়িওয়ালা ডটপেন, ক্যালেন্ডারওয়ালা ডটপেন, পার্কার, শেফার্সের ডটপেন—সব যথানিয়মে বাজারের শোভা বাড়াল। আমার ঘরেও উপহার হিসেবে না চাইতেই কিছু এল। কিন্তু আমি বাঙালের গোঁ নিয়ে পাঁচ টাকার ডটপেনের দুর্মর অনুরাগী থেকে গেলাম।

৫

এখন তো আমার বাড়িতে ডটপেনেরও খুব দুর্দিন চলছে। না দুর্দিন মানে আকাল নয়। ডটপেন প্রচুর আসে, ভাল,মন্দ, জেলে, নান, -জেল, পার্কার, শেফার, সোনালি, রূপালি, জাপানি, আমেরিকান, বাংলাদেশি, মধ্যপ্রাচীয়, কিন্তু আমি তো ২০০১ থেকে কলমে আর লিখি না, কম্পিউটারের চাবি টিপে লিখি। কালি বাঁচাই, কাগজ বাঁচাই। শুধু নানারকমের সই করার জন্যে কলম লাগে। দামি দেখতে কলমগুলো বড় নাতিকে বা অন্যান্যদের দিয়ে দিই, আর আমার বাড়িতে বাকি সব ডটপেন জমতে থাকে, জমতে থাকে---তাদের বিশেষ কোনও মানসম্মান নেই। তাদের দিয়ে গাছ থেকে আম পাড়া যায় না, জুতমতো কান খোঁচানো যায় না। এমনকী কাকেরা যে বাসা করতে জামার ব্র্যাকেট, ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পল ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু ব্যবহার করে, তারাও সেখানে ডটপেনকে কাজে লাগায় না। তবে প্লাস্টিকের প্যাকেট যখন ছিঁড়তে পারি না, তখন তা ফুটো করতে অবশ্য ড—পেন খুব কাজে লাগে। কিছউ অবশ্যই ডটপেন খুব কাজে লাগে। কিছু অবশ্যই হারায়, সেটা তাদের সুবিবেচনা বলতে হবে,কিন্তু বেশির ভাগ ডটপেনই কালি শুকিয়ে গোমড়ামুখে নান াকলমদানে জমা হতে থাকে, কালক্রমে ব্যবহারের বাইরে চলে যায়। তবু তাদের প্রাণে ধরে ফেলতে পারি না। ফলে আমার বাড়ি ক্রমশ অকেজো কলমের একটা ব্যাপাক ভাগ্যড় হতে চলেছে। তখন মনে হয়, যে হতভাগ্য বলেছি Pen is mightier than sword তার মতো ডাহা মিথ্যেবাদী আর দু'টি নেই। ডটপেনরা তাকে ধরে দু'ঘা লাগিয়ে দিক।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করছে সরকার : গয়েশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩১।। আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে রোহিঙ্গা সঙ্কট জিইয়ে রাখতে চাইছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ।রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের মধ্যে শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় বক্তব্যে এই দাবি করেন তিনি।

নির্যাতনের মুখে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানোর দ্বিতীয় দফা উদ্যোগ গত সপ্তাহে ভেস্তে যাওয়ার পর তা নিয়ে চলছে আলোচনা ।বাংলাদেশে আগে থেকে চার লাখের মতো রোহিঙ্গা ছিল। দুই বছর আগে মিয়ানমারের রাখাইনে সেনা অভিযানের পর সাড়ে ৭ লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে আসে।প্রাণ বাঁচাতে ছুটে আসা এই রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক কারণে সীমান্ত খুলে দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসা কুড়ায় বাংলাদেশ সরকার। তবে

অনির্দিষ্টকালের জন্য এত শরণার্থী রাখা সম্ভবপর নয় বলে প্রত্যাবাসনে জোর দেওয়া হচ্ছে এখন।

গয়েশ্বর বলেন, ''আজকে বুঝতে হবে রোহিঙ্গারা যেতে চায় না কেন? তারা (রোহিঙ্গা) গেলে সেখানে আপনি (সরকার) কোনো রাজনৈতিক পুঁজি ব্যবহার করতে পারবেন না, এই ভয় থেকে তাদেরকে স্থায়ীভাবে এখানে রেখে জাতীয় সংকট সৃষ্টি করতে চান। সেই ধরনের কথা আছে।''রোহিঙ্গা সঙ্কট জটিল করার জন্য বিএনপিকে দায়ী করে আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যের পাল্টায় ইন্ধনদাতা হিসেবে সরকারকেই দায়ী করেন গয়েশ্বর।

কক্সবাজারে শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গাদের সাম্প্রতিক সমাবেশের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ''রোহিঙ্গাদের ইন্ধন দিচ্ছে স্বয়ং সরকার। যদি ইন্ধন না দেয়, তাহলে তারা ল ল লোক সমবেত হয়ে সমাবেশ করে কীভাবে? তারা মিছিল করে কীভাবে?''বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুমতি দেয় না পুলিশ সভা-সমাবেশ করতে, অথচ রোহিঙ্গাদেরকে যখন সমাবেশ করতে দেন, আমি তো মনে করি এর পেছনে সরকারেরই ইন্ধন আছে অন্য কোনো কল-কাঠি নাড়ার।''রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে 'জাতীয় সঙ্কট' আখ্যায়িত করে গয়েশ্বর বলেন, ''সরকার যদি মনে করে এটা তার সমস্যা তাহলে বোকামি করবে। এই সমস্যাটা জাতীয় সমস্যা, এটা সমাধানেরে ত্রে একটা কালেকটিভ লিডারশিপ দরকার।''তিনি বলেন, ''রোহিঙ্গারা ভিন দেশের লোক, তাদেরকে আশ্রয় দিতে হবে আবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠাতে হবে।সেজন্য বিশ্বের যত বড় বড় শক্তিধর দেশ রয়েছে, তাদেরকে সাথে নিতে হবে এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রকে সক্রিয় করেই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান আমাদেরকে করতে হবে।''বিএনপিকে নিয়ে গড়া জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর বক্তব্যের জবাবে গয়েশ্বর বলেন, ''আপনার প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই, তারেক রহমানকে নেতা বানানোর জন্য আপনি ফ্রন্টে আসেন নাই, এটা আমরা জানি।''আপনি আপনার রাজনৈতিক স্বার্থের বিবেচনায় এসেছিলেন, স্বার্থ বিবেচিত হয়নি। আপনি সেখান থেকে ব্যাক করবেন বা ফেরত যাবেন, এটা বুঝবার মতো সমতা আপামর জনগণের আছে।''তারেককে নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রতিক্রিয়ায় গয়েশ্বর বলেন, '' আপনাকে (কাদের সিদ্দিকী) একটা কথা বলতে চাই, তারেক রহমানকে আপনি নেতা বানাবেন কেন? আপনার ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দেড় যুগ আগেই তারেক রহমান বাংলাদেশের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।''তিনি নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বলেই তো পত্র-পত্রিকায় তাকে নিয়ে আলোচনা হয়, তার পে যেমন কথা হয়, তার বিপওে কথা হয়।''

গয়েশ্বর বলেন, ''বাংলাদেশে আজকে এইটুকু বুঝতে হবে তারেক রহমানের প্রতি যে দলের নেতা-কর্মীদের যে আস্থা এই আস্থা কেবল আবেগনির্ভর নয়, এই আস্থা বাস্তবতানির্ভর।''তারেক রহমানকে নেতা আপনাকেবানাতে হবে না। নেতা তৈরি হয় জনগণের ইচ্ছার উপর, জনগণ যার উপর আস্থা পায়, তিনিই নেতা হন।''বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী প্রজন্ম '৭১ এর চতুর্দশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) আহসান হাবিব লিংকন, বিএনপির আবদুস সালাম আজাদ, আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, কৃষক দলের খলিলুর রহমান, মৎস্যজীবী দলের রফিক উল্লাহ ভুঁইয়া, সংগঠনের সভাপতি ঢালী আমিনুল ইসলাম রিপন ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে দেশের ও মানুষের জন্য কাজ করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের প্রত্যেকটি নেতা-কর্মীকে জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যদি নিজেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে হয় তাহলে সত্যিকারভাবে তাঁর আদর্শ বুকে ধারণ করে তাঁর মত ত্যাগী কর্মী হিসেবে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার বিকেলে তাঁর সরকারী বাসভবন গণভবনে জাতির পিতার ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।জাতির পিতা তাঁর সারাটি জীবন কষ্ট সহ্য করেছেন এমনকি তাঁর জীবনটি পর্যন্ত মানুষের জন্য দিয়ে গেছেন উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'জাতির পিতা জনগণকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। আমাদের কথা কিন্তু বলেন নি। বলেছেন বাংলার সাধারণ মানুষের কথা। কাজেই তিনি যাদের ভালবাসতেন তাঁদের কল্যাণ করা সন্তান হিসেবে আমি এটাকে দায়িত্ব বলে মনে করি।

এ বিষয়টি মুজিব আদর্শের সৈনিক ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী প্রত্যেকেরও দায়িত্ব বলে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।সরকার প্রধান বলেন, 'আজকে আমাদের এটাই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, জাতির পিতা এদেশের মানুষের কল্যাণে তাঁর সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন সেই মানুষের কল্যাণে কতটুকু আমরা কাজ করতে পারলাম, সেই হিসেব টাই আমাদের করতে হবে। কতটুকু আমরা দিতে পারলাম-সেটাই হবে একজন রাজনৈতিক কর্মীর জন্য সবচেয়ে বড় সার্থকতা।'শেখ হাসিনা বলেন, 'ছাত্রলীগ আমার বাবার হাতে গড়া। আমিও একদিন ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম। সেই ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবেই আমার রাজনীতির হাতেখড়ি। সেখান থেকেই আমার যাত্রা ।তিনি বলেন, 'কাজেই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের এইটুকুই বলবো চাওয়া পাওয়ার উর্ধে উঠে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে আদর্শের সাথে নিজেকে গড়ে তুলবে। দেশের মানুষকে কিছু দিয়ে যাবে, যেন জাতির পিতার আত্মা শান্তি পায়।'

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব এবং '৭৫ এর ১৫ আগস্টের শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের নিয়মিত প্রকাশনা 'মাতৃভূমি'র মোড়ক উন্মোচন করেন এবং ছাত্রলীগের মাসিক পত্রিকা 'জয় বাংলা'র ও মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে জাতিগঠনে ছাত্রলীগের ভূমিকা নিয়ে একটি ৩ মিনিটের ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ঢাকা মহানগর দণি ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদি হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক মো.জোবাইর হোসেন, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগ সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান হৃদয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি সঞ্জিব চন্দ্র দাস এবং সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেইন আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন।বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন সভায় সভাপত্বি করেন এবং এর সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাববানী সভা পরিচালনা করেন।মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই মতায় এসেছে দেশের উন্নয়ন হয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর ১০টি বছরের মধ্যে আজকে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

তিনি বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তির পদলেহনকারীরা '৭৫ পরবর্তী সময়ে দেশের মতায় ছিল বলে তারা দেশের কোন উন্নয়ন না করে দেশকে পিছিয়ে দিয়েছিল।বর্তমানে প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মনোভাবের উদাহরণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, 'একসময় বাংলাদেশ নাম শুনলেই তাঁদেরকে অনেক কথা শোনানো হোত, আর আজকে বাংলাদেশের কথা শুনলে গর্বে তাঁদের বুক ভরে যায়। কারণ বাংলাদেশ উন্নয়নের একটা মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে। সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বলতে গেলে বাংলাদেশ আজ এক নম্বরে চলে এসেছে।

দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়েই আজকের এই অর্জন এমন অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, '৭৫-এর পর জাতির পিতার হত্যার প্রতিবাদকারী এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও অনেক সাথীদের আমরা হারিয়েছি। যে তালিকায় ছাত্রলীগের বহু নেতা-কর্মীর আত্মত্যাগ রয়েছে। আর বাংলাদেশের প্রতিটি অর্জনের ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্রলীগের নাম জড়িত।তিনি বলেন, 'আমি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের এইটুকুই বলবো, সেই শোককে বুকে নিয়ে, সেই আদর্শকে বুকে নিয়ে, সব ব্যথা, বেদনাকে বুকে চেপে রেখে দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে।' 'নিজের জীবনে কোন ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া রাখিনি। একটাই চাওয়া ছিল মানুষকে কি দিতে পারলাম, কতটুকু করতে পারলাম। যে জাতির জন্য আমার বাবা জীবন দিয়ে গেছেন, এত কষ্ট করে গেছেন তাঁদের জন্য কতটুকু করতে পেরেছি-সেটাই বিবেচনা করেছি। নিজে কি পাব না পাব বা ছেলে-মেয়ে কি পাবে না পাবে সেই চিন্তা আমাদের ছিল না,'যোগ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দুটি বোন সবকিছু ত্যাগ করে সর্বান্তকরণে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছি।'তিনি বলেন, 'মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা অনেক সঙ্গীর সঙ্গে দিনের পর দিন মিটিং করেছি, মিছিল করেছি, তারা অনেকে জীবন দিয়ে গেছেন সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর অনেকে বিভ্রান্তিতে আর্দশচ্যুত হয়েছে। এটাই হচ্ছে সব থেকে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।'

প্রধানমন্ত্রী কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, বাকশাল প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির পিতার প্রচেষ্টা তুলে ধরেও এর বিভিন্ন আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ করেন।তিনি বলেন, জাতির পিতা বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত পেত। জাতির পিতা এই দেশকে ুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারতেন।শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য জাতীর পিতার আজন্ম লড়াই সংগ্রামের ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর মা এবং বঙ্গবন্ধু সহধর্মিনী এবং সহযোদ্ধা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবের ত্যাগ-তিতীার ইতিহাসও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের জন্য স্মৃতিরোমন্থনে তুলে আনেন।তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষের কল্যাণে কেবল আমার বাবাই নয়, আমার মা, তিনিও তাঁর জীবনটা দিয়ে গেছেন।'

তাঁর মায়ের দৃঢ়চেতা মনোভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাষ্পরুদ্ধ ন্ট্রে '৭৫ এর সেই কালরাতে জাতির পিতাকে হত্যার পর যখন সিঁড়িতে তাঁর লাশ পড়ে ছিল সেই সময়কার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে যখন আমার বাবাকে হত্যা করা হয়, আমার মা'কে খুনীরা বলেছিল আপনি চলেন। তিনি বলেন, না আমিতো কোথাও যাব না। তোমরা ওনাকে (বঙ্গবন্ধু) খুন করেছো আমাকেও শেষ করে দাও।এখান থেকে আমি একপাও নড়বো না।'শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার মা ওদের কাছে (ঘাতক) জীবন ভিা চাননি, কোন কাকুতি মিনতিও করেননি। বীরের মতই বুক পেতে দিয়েছিলেন বুলেটের সামনে।' তাঁর ছদ্মবেশ পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাও ধরতে না পারায় বেগম মুজিবকে একজন 'গেরিলা' আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এসবি'র ৪৭টি ফাইল পাওয়া গেলেও (যেটি বর্তমানে সিক্রেট ডকুমন্ট অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামে ১৪ খন্ডের বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।) বেগম মুজিবের গোপন তৎপরতা নিয়ে কোথাও কোন রিপোর্ট নেই। '

তাঁর মা একহাতে যেমন সংসার সামলেছেন, জাতির পিতা মামলা সামলে তাঁকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আবার দলের সঙ্গে কারাবন্দি বাবার যোগসূত্র রা করে আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছেন, কিন্তু নিজের জন্য কোনদিনও কিছু চাননি, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

উন্নয়নের কীর্তি গড়ে গেছেন এরশাদ : জি এম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩১।। জাতীয় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তার শাসনামলে 'উন্নয়নের অসামান্য কীর্তি গড়ে গেছেন' বলে দাবি করেছেন তার ভাই পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদের।এরশাদ বাংলাদেশের জনগণের 'মনের রাজা' ছিলেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

শনিবার রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এরশাদের চেহলামে এসে তিনি এসব কথা বলেন।গত ১৪ জুলাই রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার সভাপতিত্বে চেহলামের আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জি এম কাদের।

তিনি বলেন, ''পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আজীবন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কাজ করেছেন। দেশ ও মানুষের অধিকারের প্রশ্নে কখনও আপস করেননি পল্লীবন্ধু এরশাদ। রাজনীতির চার ভাগের একভাগ সময়ে দেশ পরিচালনা করে উন্নয়নের অসামান্য কীর্তি গড়েছেন তিনি।''সকল বিরোধিতা উপো করে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সকল বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন তিনি। এখন দেশবাসী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সকল কাজের সুফল ভোগ করছেন।''জাপা চেয়ারম্যান বলেন, ''বিরোধী দলীয় নেতা বা বিরোধী দলের সারিতে থেকেও গণমানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ''

এরশাদ 'এদেশের মানুষের মনের রাজা' ছিলেন দাবি করে জি এম কাদের বলেন, ''হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সব সময় দেশের মানুষের মনের ভাষা বুঝতেন। দেশের মানুষের মতামতের ওপর শ্রদ্ধা রেখেই দেশ পরিচালনা করছেন তিনি। তিনি দেশবাসীর অন্তর জয় করে অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।''জাতীয় পার্টিতে রওশনপন্থী নেতা বলে পরিচিত প্রেসিডিয়ামের জ্যেষ্ঠ সদস্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুও এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। দলের নীতিনির্ধারণী বৈঠকে তাকে দেখা না গেলেও এরশাদের চেহলাম অনুষ্ঠানে তিনি বসেছিলেন জি এম কাদেরের পাশের আসনেই। চেহলামে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ, এস এম ফয়সল চিশতী, সাহিদুর রহমান টেপা, সৈয়দ মো. আব্দুল মান্নান, হাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন, রেজাউল ইসলাম ভুইয়া। এরশাদের চেহলাম উপলে রাজধানীর ৫১ টি এবং রংপুরে ৩৫টি সহ সারা দেশের সব উপজেলা ও ইউনিয়নে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতীয় পার্টি।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বেআইনী কাজে জড়িত ৪১ এনজিওকে প্রত্যাহার : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩১।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বেআইনী কাজে জড়িয়ে পড়ায় ৪১টি বেসরকারি সংস্থাকে (এনজিও) সেখান থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।তিনি শনিবার সিলেটে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

শর্তের বাইরে গিয়ে কিছু এনজিও নতুন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় প্রশাসন ও গোয়েন্দারা এসব বেসরকারি সংস্থাকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করছেন। চিহ্নিত করা গেলে এসব এনজিও'র বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।তিনি বলেন, মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার পর কক্সবাজারে ১শ' ৩৯টি দেশি-বিদেশি এনজিও রোহিঙ্গাদের সহায়তায় কাজ শুরু করেছিল।মোমেন বলেন,'বিদেশি বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) বাইরে থেকে টাকা এনে রোহিঙ্গাদের সাহায্য করেন। এতে আমরা লাভবান হই। কিন্তু যখনই টাকাগুলো সঠিক পন্থায় খরচ না হয়, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়।'এর আগে শনিবার সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলেটের দণি সুরমার পারাইরচকে সিটি কর্পোরেশনের মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিধায়ক রায় চৌধুরী, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের শি বিষয়ক সম্পাদক ও সিটি কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ, সিটি কাউন্সিলর আযম খান ও এডভোকেট সালেহ আহমদ সেলিম, বেসরকারি হাসপাতাল ও কিনিক এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. নাসিম আহমদ প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি উপাচার্যের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে প্রশ্ন মির্জা ফখরুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩১।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামানের 'একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড' নিয়ে প্রশ্ন তুলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এই ধরনের ব্যক্তির এই পদে আসীন হওয়া তারা চিন্তাও করতে পারেন না। শনিবার বিকালে এক আলোচনা সভায় বক্তব্যে শি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাতের 'দুর্বলতা' তুলে ধরে সরকারের সমালোচনা করেন বিএনপি মহাসচিব ফখরুল ।তিনি বলেন,আজকে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙের ছাতার মতো মেডিকেল কলেজ। কোথায় কী হচ্ছে, কার পলিসি জানি না আমরা।এ সময় উপাচার্য আখতারুজ্জামানকে নিয়ে ফখরুল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আছেন তার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কী আমরা সবাই দেখি- এটা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। এই সমস্ত লোকেরা আমাদের শির গুরু হয়েছেন।কথা শুনলে মনে হয় না কোনো রকমের শি-সংস্কৃতি তাদের মধ্যে রয়েছে।তবে তার মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে হলে কোন ধরনের শিগত যোগ্যতা থাকতে হবে তা বলেননি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, যিনি নিজে সরকারি কলেজের শিক ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক আখতারুজ্জামানকে ২০১৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে এক বছরের বেশি উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। অধ্যাপক আখতারুজ্জামান তার আগে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং কলা অনুষদে ডিনের দায়িত্বও পালন করেছেন। ১৯৬৪ সালের ১ জুলাই জন্ম নেওয়া আখতারুজ্জামান বরগুনার কালমেঘা মুসলিম হাই স্কুল ও বরগুনা সরকারি কলেজে লেখাপড়ার পর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে ১৯৯০ সালে তিনি প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে।এই ফুলব্রাইট স্কলার পিএইচডি করেন ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০৪ সালে তিনি অধ্যাপক হন।আওয়ামী লীগ সমর্থক শিকদের নীল দলের প্যানেল থেকে ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ মেয়াদে তিন দফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অধ্যাপক আখতারুজ্জামান।তার শিাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মির্জা ফখরুলও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। পেশা জীবনে কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন তিনি। আশির দশকের শেষ দিকে অধ্যাপনা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের পৌর চেয়ারম্যান এবং পরে সাংসদ হন মির্জা ফখরুল।

শনিবার ত্রিপুরা ডিডিইউ-জেকেওয়াই এর আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির প্লাটফর্ম : তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩১।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বিএনপিকে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির প্লাটফর্ম অভিহিত করে বলেছেন, দেশ যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তাকে হত্যা করেন। শনিবার রাজধানীর নয়া পল্টনে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি এবং যারা ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি তাদেরই প্লাটফর্ম বিএনপি।'জাতীয় শোক দিবস পালন উপলে আওয়ামী লীগ পল্টন থানা ইউনিট আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের স্থানীয় ইউনিট সভাপতি এনামুল হক আবুল। আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, ঢাকা মহানগর দণি ইউনিট সভাপতি আবুল হাসনাত ও সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ বঙ্গবন্ধু হত্যাকে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় আখ্যায়িত করে ড় হাছান বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা কেবল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি তারা বাংলাদেশকেই শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তারা (ষড়যন্ত্রকারীরা) স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। তা নাহলে মুক্তিযুদ্ধের ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার ন্যায় উন্নত দেশে পরিণত হতো।'তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন শহীদ হন তখন দেশের জিডিপি ছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। জিডিপির সেই হার বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর ৪২ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে অতিক্রম করেছে।তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের কুশীলবদের খুঁজে বের করা সময়ের দাবি, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের পাপ কাজ সম্পর্কে জানতে পারে।তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে পরাজিত দুষ্কৃতকারীরাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। আর এখন বারংবার পরাজিতরাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করছে।ড় হাছান ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার এবং শক্ত হাতে তাদের মোকাবেলা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মনে হয় শ্রাবন্তীর সঙ্গে বন্ধুত্ব আর থাকবে না

সৌগত চক্রবর্তী: আবার ফিরে এলে টেলিভিশনের রিয়্যালিটি শো নিয়ে। কেমন লাগছে? খুব ভাল তো লাগছেই। একই রকম কাজ করতে করতে একটু স্বাদ বদল হলে কার না ভাল লাগে? এর আগে 'ডান্সিং ডান্সিং টুইঙ্কল স্টার'-এ সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলাম। 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর কয়েকটা পর্বে বিচারক হিসেবে ছিলাম। ছোটদের নাচের রিয়্যালিটি শোয়ের বিচারক হিসেবে কোনও চাপ অনুভব করছেন? চাপ তো আছেই। আসলে ফুলের মতো সব ছেলেমেয়ে। আমার তো ইচ্ছে সবাই শেষ পর্যন্ত থাকুক। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাদের নম্বর দিতে হবে। সেই নম্বরের ভিত্তিতে তাদের বাদ যেতে হবে। এটাই চাপের। তবে আমার হাতে ওরা প্রত্যেকেই অনেক ভাল নম্বর পাবে। তারপর তো 'মহাগুরু' মিঠুনদা আছেই। মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে তো খুব ছোটবেলায় অভিনয় করেছি 'ভাগ্যদেবতা' ছবিতে। তারপর 'লে হালুয়া লে' ছবিতে। মানুষটাকে কেমন লাগে? সেটা তো ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাকে খুবই ভাল বাসেন যে আমার বিয়েতেও এসেছিলেন। বারবার নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আমাকে নিজের হাতে রান্না করেও খাইয়েছেন। খুব খারাপ লেগেছিল যখন একটা বড় সময় ধরে উনি বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল? না। প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলাম যোগাযোগ করতে। কিন্তু নম্বর লাগছিল না। পরে যাঁদের সঙ্গে ওঁর পরিচয়া থাকা সম্ভব বলে ভেবেছিলাম তাঁদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু ওঁরাও কিছু বলতে পারেননি। তো ভাবলাম, যে মানুষটা নিজেই নিজেকে এরকমভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, নিশ্চয়ই তার কোনও কারণ আছে। তাঁকে সেভাবেই থাকতে দেওয়া ভাল। তবে আবার উনি ফিরে আসায় আমার খুব ভাল লাগছে। এবার তো টেলিভিশনেও আপনার সঙ্গী শ্রাবন্তী। যাঁর সঙ্গে বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। আপনাদের বন্ধুত্বও বেশ ভাল। কেমন লাগছে? আর মনে হয় বন্ধুত্বটা থাকবে না। আমি যতই ছোট ছেলেমেয়ে গুলোকে বেশি নম্বর দিতে যাব, শ্রাবন্তী ততই নম্বর কমাবে। ও বিচারক হিসেবে খুবই কড়া। যতই বলব, থাক না, যেতে দে। ফুলের মতো সব বাচ্চা। একটু দরাজ হতে শেখ। ততই ও গম্ভীর মুখে বলবে, এটা তো একটা কম্পিটিশন। কাজেই এর থেকেই বন্দুত্বের ভাঙন হবে বেশ বুঝতে পারছি। ডান্স ডান্স জুনিয়রের কি শুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে? প্রোমোর শুটিং হয়ে গেছে। মুম্বইতে। কলকাতায় ১২ তারিখ থেকে শুটিং শুরু হবে। আপনি তো প্রধানত মেন স্ট্রিম ছবির অভিনেতা। কিন্তু সেই ছবি তো এখন চলছে না। কী ভাবছেন? সত্যিই, আমরা মেন স্ট্রিম ছবি বলতে যা বোঝায়, নাচ, গান, অ্যাকশনে ভরপুর একটা ছবি, সেরকম ছবির একটা ভাঁটা এসেছে ঠিকই। তবে, এই ধরনের ছবির যে দিন শেষ সেটা এখনও বলা যায় না। আসলে দর্শকের রুচি এই মূহূর্তে বদলেছে। রোজ রোজ কী আর বিরিয়ানি খেতে ভাল লাগে? মাঝে মাঝে তো রাঁইসের অন্য প্রিপারেশন খেতেও ইচ্ছা করে। তাই দর্শকের রুচি অনুযায়ী আমরাও পাল্টাচ্ছি। এই তো অমিতাভ ভট্টাচার্যর '১৭ সেপ্টেম্বর' ছবিতে কাজ করলাম। একদম অন্য ধরনের ছবি। কোনও অ্যাকশন নেই। '১৭ সেপ্টেম্বর' ছবিতে তোমার অভিনীত চরিত্র কী বলতে চায়? আমার চরিত্রের নাম নীল। বেসিক্যালি এরকম চরিত্র পাশের বাড়িতেই দেখা যেতে পারে। এতে একটা সোশ্যাল মেসেজও আছে।গ্রামের বাড়িতেই নীলের সঙ্গে পরিচয় লাবণ্যর। সেখানেই ভললাগা, প্রেম আর তারপর বিয়ে। তারপর চাকরি সূত্রে শহরে আসা। তারপর কিন্তু আস্তে আস্তে তারা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা যে গাড়িতে চড়ছে, যে ফ্ল্যাটে তারা থাকছেসবটাই ঋণের ওপর ভিত্তি করে। এটা কি মানুষের চাহিদা ক্রমাগত উর্ধমুখী হওয়ার কারণে এটা ঘটছে? নিশ্চয়ই। মানুষের চাহিদার তো শেষ নেই। দিন দিন তা বাড়ছে। আপনারও চাহিদা আছে, আমারও চাহিদা আছে। আপনারও লাইফে টেনশন আছে, আমারও লাইফে টেনশন আছে। আপনি আপনার মতো ভাবেন, আমি আমার মতো ভাবি। কিন্তু এটা ঠিক আমরা কেউই সুখী নই। এবং অদ্ভুত একটা কম্পিটিশনে আমরা ছুটে চলেছি। ফলে দৌড়তে দৌড়তে আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের প্রয়োজন ঠিক কতটুকু। সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে। কিন্তু ছবির নাম '১৭ সেপ্টেম্বর' কেন? আসলে এই ছবিতে এই তারিখটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই যে নীল আর লাবণ্য একে অপরকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল, সেই ভালবাসায় ফাটল ধরাল কিন্তু এই ই এম আই-এর চাপ। পরস্পর দূরে সরে যেতে লাগল তারা। আর এই দিনটিতেই তারা প্রথম ডিভোর্স ফাইল শ্যুট করল। এখান থেকেই বলা যায় ছবির গল্প শুরু। পরিচালক অমিতাভ ভট্টাচার্য বলছিলেন এই ছবিতে সোহমের হাত বেঁধে ওকে বক্সিং রিঙে নামিয়ে দিয়েছি। কী বলবেন? (হেসে উঠে) মানে হয়তো উনি বলতে চেয়েছেন আমার এই চরিত্রের মধ্যে তথাকথিত 'নায়ক সোহম' সুলভ কোনও ব্যাপার নেই। আমি তো এই শুটিং টা বেশ উপভোগ করেছি। দেখা যাক দর্শক কী বলেন?

উত্তম নেই উত্তম আছেন

সম্রাট মুখোপাধ্যায়: সেবার শরৎ—এ উত্তমকুমার ছিলেন না। ঘোর বর্ষায়, শ্রাবণে চলে গিয়েছিলেন তিনি চিরতরে। সালটা ১৯৮০। খ্রিস্টাব্দে। আর বঙ্গাব্দে ১৩৮৭।বাঙালি শোকাচ্ছন্ন। তার মহানায়ক বিদায় নিয়েছেন। তবু প্রকৃতির নিয়মেই শরৎ এল। বাঙালির শ্রেষ্ঠ ঋতু। কাশফুল ফুটল। উৎসবের কাল এগিয়ে এল। একসময় পুজোর সিনেমার তিনিই ছিলেন রাজা। ১৯৫৩ সালে পুজোর সপ্তাহে মুক্তি পায় তাঁর 'বউ ঠাকুরানির হাট'। তখনও উত্তম 'মহানায়ক' হননি, ফলে পুজোর প্রথম পথ চলা 'নিষ্কণ্টক' হয়নি। এ ছবি ফ্লপ করেছিল। কিন্তু পরের বছর ১৯৫৪---র পুজোতেই ছিল উত্তম—সুচিত্রার সেই বিশাল বক্স অফিস সাফল্য। অগ্রদূতের 'অগ্নিপরীক্ষা', প্রযোজনা ব্যয়ের পাঁচগুণ টাকা তুলেছিল এ' ছবি। ১৯৫৭—য় 'অভয়ের বিয়ে' পুজোর ছবি হিসেবে তেমন সাফল্য পায়নি ঠিকই। কিন্তু তখনও যে হল ছেড়ে নড়েনি কয়েক সপ্তাহ আগে মুক্তি পাওয়া 'হারানো সুর'। অজয় করের এই ছবিও প্রযোজনা ব্যয়ের পাঁচগুণই টাকা তুলেছিল বক্স অফিসে। '৫৯—এ 'সোনার হরিণ', '৬০---এ 'শহরের ইতিকথা', পেরিয়ে '৬১---তে আবার পুজো—বিস্ফোরণ ছিল 'সপ্তপদী'। চারগুণ ব্যবসা। আর সঙ্গে সেবার ছিল আরও একটা ছবি 'দুই ভাই', একই সপ্তাহে মুক্তি। তবু এ' ছবিও প্রযোজনা ব্যয়ের দ্বিগুণ ব্যবসা পেয়েছিল! উত্তম তখন এতটাই অব্যর্থ।সবার উপরেএই সময় পুজোর ছবিতে একবারই উত্তম ব্যর্থ হন ১৯৬৪ সালে। বছর দুয়েক হল সুচিত্রার সঙ্গে তাঁর জুটি সাময়িকভাবে ভেঙে গেছে। এই সময়েই বসবাসের ঠিকানা বদলেছেন। ওই বছর পুজোয় মুক্তি পেল তাঁর 'মোমের আলো', বহুদিন পরে (গোনা—গুনতি ১৫টা ছবি পরে) তাঁর সিনেমা ফ্লপ হল। আর সেবার পুজোর হিট হল সুচিত্রা সেনের 'সন্ধ্যাদীপের শিখা'।পরের বছর '৬৫—তেই অবশ্য 'সূর্যতপা' হিট হল। '৬৬—তে 'শঙ্খ বেলা' আবার চারগুণ টাকা তুলে সাড়া ফেলে দিল। '৬৭—তে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ও তাই। উত্তম—ক্যাম্পে তিন নতুন নায়িকা ঢুকে পড়লেন, সন্ধ্যা রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তনুজা সমর্থ। প্রসঙ্গত, '৬৭—তে আবার পুজোর ছবির আগের সপ্তাহেই মুক্তি পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা'ও। '৬৮—তে অতএব পুজোর সপ্তাহে আবার জোড়া উত্তম। 'চৌরঙ্গী', 'তিন অধ্যায়' দুটোই হিট।আর '৬৯—তে পুজোর ছবিতে আবার উত্তমের পাশে ফিরে এলেন সুচিত্রা। হরিসাধন দাশগুপ্তের 'কমললতা'—য়। কাছাকাছিই মুক্তি পেল 'মন নিয়ে', নায়িকা সুপ্রিয়া দেবী। সেবার পুজোয় কৌতূহল তুঙ্গে, কে বেশি সাফল্য এনে দেবেন উত্তমকে? সুচিত্রা নাকি সুপ্রিয়া? দেখা গেল দু'টোই মাঝারি হিট হয়ে একইরকম ব্যবসা দিয়েছে। পরের বছর পুজোর সামান্য আগে মুক্তি পাওয়া 'রাজকুমারী' বক্স—অফিসে ব্যর্থ হলেও, পুজোর সময় বাঁচিয়ে দিল 'নিশিপদ্ম' তুমুল হিট হয়ে। '৭১---এ পুজোয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি সিনেমা---বাজারের পক্ষে খুব একটা অনুকূল ছিল না। উত্তমের 'জীবন জিজ্ঞাসা' ছাড়া বাজারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছবি ছিল না। এ'ছবি তবু মাঝারি হিট হল। '৭২—এও পরিস্থিতি একই রকম। পুজোর সপ্তাহে আর তার একটু আগে পর পর উত্তমের দুটো ছবি ছিল 'মেমসাহেব' আর 'ছিন্নপত্র'। দুটোই মাঝারি ব্যবসা পেল। '৭৩—এ 'রৌদ্র ছায়া'ও তাই। সেবারের পুজোর বরং সুপারহিট হল তরুণ মজুমদারের কিশোর নায়ক—নায়িকা খচিত ছবি 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'। বোঝা গেল বক্স---অফিস বদলাচ্ছে। জোয়ার—ভাটাআলোচনা শুধু হয়ে গিয়েছিল, তা হলে কি উত্তমকুমার শেষ? না' হলে পরপর তিন বছর পুজোয় উত্তম বড় হিট পাচ্ছেন না কেন?আর ১৯৭৪—এই উত্তম এ' আলোচনা থামিয়ে দিলেন নবরূপে। 'অমানুষ' দিয়ে। এ' ছবি টানা ৩২ সপ্তাহ চলে রেকর্ড গড়ল। পুজোয় মুক্তি পেয়ে বক্স অফিসে তুলল প্রযোজনা ব্যয়ের ছ'গুণ টাকা! যে উত্তম বোম্বেতে 'ছোটি সি মুলাকাত' করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেই উত্তম বোম্বাই মার্কা 'মশালা' গল্পের ছবিতে সুপারহিট হলেন পৌনে এক দশক পরে। আবার নতুন করে 'গুরু গুরু' রব উঠল। বাঙালি ছেলেরা 'অমানুষ'—এর মধু—র আদলে রঙিন উঁচুকলার পাঞ্জাবি পরা শুরু করল। পুজো প্যান্ডেলের মাইকে অন্য কোনও গান শোনাই গেল না। সবাই 'বেদনার বালুচরে'র সুখেতে ভেসে গেলেন।১৯৭৫, পুজোর সাড়ে তিন মাস আগে জরুরি অবস্থা কায়েম হয়েছে। উত্তম ভক্তরা আবার চিন্তিত। আবার কি তা হলে পুজোর ছবির ব্যবসা নষ্ট হবে? সেবার আবার উত্তমের জোড়া ছবির মুক্তি। 'প্রিয় বান্ধবী', সঙ্গে সুচিত্রা সেন। আর 'সন্ন্যাসী রাজা'। প্রথমটা ফ্লপ হল! শেষ হল উত্তম—সুচিত্রা যুগ। কিন্তু 'সন্ন্যাসী রাজা' নিজের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করল। চলল টানা ১৮ সপ্তাহ। ব্যবসা করল ৪০০ শতাংশ।'৭৬---এর পুজোয় উত্তমের ছবি ছিল না। '৭৭—এর পুজোয় সে আপশোস মিটিয়ে দিল 'আনন্দ আশ্রম', পুনশ্চ শক্তি সামন্ত। 'অমানুষ'---এর পরিচালক। এবার চারগুণ ব্যবসা। আর হলে টানা ২৬ সপ্তাহজুড়ে থাকা। 'অমানুষ'—এর পরে 'হল অকুপেন্সি'তে সবার্ধিক উত্তমের কেরিয়ারে। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে আবার কিশোর—আশার 'পৃথিবী বদলে' ফেলার গান।'৭৮---এ একটা মজার ঘটনা ঘটল। উত্তমকে নায়ক করে দুটো হিট পাওয়া শক্তি সামন্ত আবার উত্তমকে নিয়ে নতুন কী ছবি আনেন এ প্রতীক্ষায় সবাই যখন উৎসুক তখন শক্তিবাবু হঠাৎ উল্টো রাস্তায় হাঁটলেন। উত্তমকে নিয়ে নতুন ছবি করার বদলে নিজের পুরোনো এক হিন্দি ছবি 'আরাধনা'। (নায়ক রাজেশ খান্না)—কে বাংলায় 'ডাব' করে পুজোর আগে বাজারে ছাড়লেন। ভাবলেন কিশোর—লতার গানের জোরে বাজার ধরবেন। হায়! সে ছবি হিন্দিতে যতই মেগাহিট হোক, বাংলায় ফ্লপ হল। আর তার বদলে পুজোর বাজার ধরলেন আবার সেই উত্তমকুমারই। 'ধনরাজ তামাং' হয়ে।সত্যি কথা বলতে, '৭৯—তে অবশ্য উত্তম একটু হতাশ করলেন। পুজোর দুই রিলিজ 'নবদিগন্ত' আর 'শ্রীকান্তের উইল' দুটোই 'অ্যাভারেজ' ব্যবসা দিল। আর এরপরই এল কালান্তক ১৯৮০ সাল।নও শুধু ছবি১৯৮০ এল। কিন্তু শরৎকাল মানে শারদ---উৎসব পর্যন্ত উত্তমকুমার থাকলেন না। তিনি চলে গেলেন জুলাইয়ের চতুর্থ সপ্তাহে। পুজোয় মাইকে উত্তমের ছবির গান বাজল। বেদনাঘন শোকবার্তা বাজল। বেশ কিছু প্যান্ডেলে মালা দেওয়া মহানায়কের ছবিও সাজানো রইল। কিন্তু হলে উত্তমকুমারের নতুন ছবি এল না। সেবছর পুজোয় মুক্তি পেল এবং হিট করল তপন সিংহের 'বাঞ্ছারামের বাগান'। যে ছবিতে ছকড়ি দত্ত আর নকড়ি দত্তের দ্বৈত চরিত্র করার কথা ছিল উত্তমকুমারেরই। কিন্তু 'ডেট' নিয়ে সমস্যা হওয়ার তপন সিংহ তাঁকে বাদ দেন। আর এই চরিত্র নিয়ে এতটাই 'অবসেসড' ছিলেন উত্তমকুমার যে বাদ পড়ে ব্যাপারটা নিয়ে তিনি উকিলের চিঠিও পাঠান তপনবাবুকে। আর একটি ছবি যেটা মুক্তি পায় এই পুজোয় সেই 'বড় ভাই'। ছবির নামভূমিকাতেও উত্তমকুমারকে প্রথমে চেয়েছিলেন পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায়। উত্তমের হাতে ডেট না থাকায় তিনি ওই ছবি করেননি। ওই চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত করেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তম নেই, কিন্তু সেবার পুজোজুড়ে থাকল উত্তমকে ভেবে চিত্রনাট্য লেখা দুই ছবি। এবং দুটোই কমবেশি সাফল্য পেল।মুখ থেকে যায় বিজ্ঞাপনেকিন্তু শুধু এই দুই ছবি নয়, '৮০—র পুজোয় আর একভাবে উত্তমকুমার বা উত্তমকুমারের সিনেমা ভক্ত---অনুরাগীদের মনজুড়ে থাকল। উত্তমকুমারের তিনটি ছবির বিজ্ঞাপন। তিনটিই নিজগুণে কৌতূহল সৃষ্টিকারী। বিজ্ঞাপনগুলি বেরিয়েছিল জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকার পাতায়। হয়ে উঠেছিল শোকার্ত অনুরাগীদের সান্ত্বনা।উত্তম মারা যাওয়ার এক মাসের মাথাতেই মুক্তি পায় 'রাজাসাহেব'। কিন্তু তাতে 'নেগেটিভ' চরিত্রে উত্তমকে মানতে পারেননি সদ্যশোকচ্ছন্ন দর্শকেরা। ছবি 'ফ্লপ' করে। ফলে সে ছবি পুজোর আগেই বাজার থেকে উঠে যায়।মুক্তি পেতে চলা যে ছবি নিয়ে সবচেয়ে কৌতূহল ছিল দর্শকদের তা ছিল 'ওগো বধূ সুন্দরী'। তিনটে কারণে। এক, ওই ছবি করতে করতেই মারা যান উত্তমকুমার। দুই, ওই ছবির গান তখন তুমুল হিট। তিন, হলিউডের 'মাই ফেয়ার লেডি' ভেঙে ওই ছবি হয়েছে। ওই ছবির বিজ্ঞাপন অবশ্য পুজোয় ছিল সাদামাঠা। নানা চেহারার উত্তমের মুখের 'কাট আপ' আর দুই নায়িকার ছবি। লেখা হয়েছিল 'মুক্তি আসন্ন'। ছবি মুক্তি পায় পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে।সুখেন দাসের 'প্রতিশোধ' ছবিতে উত্তমকুমার কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন না। ছিলেন নায়কের বাবা। তবু তাঁর মৃত্যু পরবর্তী জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতেই সম্ভবত গোটা বিজ্ঞাপন জুড়েই তিনি ও তাঁর চরিত্রের কথা। সুকৌশলে ছবির গল্পে তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটাকে তুলে আনা হয়েছিল বিজ্ঞাপনের কপিতে। তাঁর নামের 'পয়েন্ট সাইজ' করা হয়েছিল অন্য শিল্পীদের নামের চার গুণ বড় করে।তবে সব বিজ্ঞাপনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'র বিজ্ঞাপন। আকারে। এবং গুরুত্বে। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল, 'উত্তমকুমার যে নেই একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি উত্তমকুমার আছেন। উত্তমকুমার আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। উত্তমকুমার বেঁচে আছেন।' এর তলায় ছবির নাম। আর উত্তমের ওই ছবির চরিত্রের মেক আপে তিনটি ছবি। 'নেগেটিভ', 'সেমি—নেগেটিভ' আর 'পজিটিভ'—এ। তলায় লেখা 'শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাচ্ছেন' বলে ছবির সব শিল্পী ও কলাকুশলীর নাম। এ যেন ছবির বিজ্ঞাপন নয়। শোকবার্তা। এমন অভিনব বিজ্ঞাপন বাংলা ছবির অন্য কোনও শিল্পীর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে বলে শুনিনি। প্রসঙ্গত, ওই ছবির পরিচালক ছিলেন উত্তমকুমার স্বয়ং। এটিই মুখ্য চরিত্রে তাঁর অভিনয় করা শেষ সম্পূর্ণ ছবিও। মুক্তি পায় পরের বছর আগস্টে। 'ওগো বধূ সুন্দরী' বা 'প্রতিশোধ' ভাল রকম হিট করলেও, এ ছবি করেননি।

দানায় দানায় গুর, তিসি-যাপন করলেই ডায়াবেটিস-ক্যানসারে মোক্ষম উপকার

ব্লাড প্রেশার থেকে সুগার। ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার। সব রোগের মহৌষধ তিনি। এক চামচ তিসিবীজের প্রচুরপ্রোটিন। তিসি খান। তাহলেই হাজারো রোগ গায়েব।

তিসির লাড্ডু। মুখে দিলেই আহা। হুধুই কি লাড্ডু, হেঁশেলের মশলায় তিনি অন্যতম। তিসির তেলের গুণ বলেশেষ করা যাবে না। তিবীজ ফাইবার, ওমেগা ত্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রধান উৎস।

তিসি-তে কী কী পুষ্টিগুণ রয়েছে? ১০০ গ্রাম তিসি বীজে রয়েছে ৫৩৪ ক্যালরি, ১৮.২৯ গ্রাম আমিষ ২৭.৩ গ্রাম স্নেহ, ২৮.৮৮ গ্রাম শর্করা, ১.৬৪ মিলিগ্রাম থায়ামিন ০.১৬১ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ৩৯২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৬৪২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৮১৩ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ৪.৪৩ মিলিগ্রাম জিঙ্ক, ০.১৭৪ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৬ মাইক্রোগ্রাম ফলেট। সত্যি বলতে কী, এত পুষ্টিগুণ খুব কম খাবারেই আছে।

তিসির গুণ জেনে নিন—

ওজন কমায়— তিসির স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও আঁশ অনেকক্ষণ পেট ভরে রাখে। ফলে কম খাবার খেলেও চলে।ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় স্যুপ, স্যালাড ও যে কোনও পানীয়ের সঙ্গে কয়েক চা চামচ তিসিবীজ খাওয়া যেতে পারে।

খারাপ কোলেস্টেরল কমায়— গবেষকদের দাবি,শরীরে ভাল কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায় তিসিবীজ। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ— তিসিবীজ রক্তে চিনির মাত্রা কমায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে।দৈনিক ১৫-২০ গ্রাম তিসি খেলে ডায়াবেটিস হওয়া ঝুঁকি কমে। হজমে সাহায্য— শরীরের দূসিত পদার্থবের করে দেয় তিসি। অতিরিক্ত মেদ কমায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ১-২ টেবিল চামচ তিসিরতেল ১ কাপ গাজরের রসের সঙ্গে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার উপকার পাওয়া যায়।

ক্যানসার প্রতিরোধী — তিসিতে রয়েছে প্রচুর ফাটোঅ্যাস্ট্রোজেনিক লিগ্নান্স। এটা শরীরে ক্যানসারের কোষ গঠনে বাধা দেয়। স্তন, প্রস্টেট ওভারিয়ান ও কোলন ক্যানসার প্রতিরাধ করে। হার্ট সুস্থ ---তিসিবীজে রয়েছে আল ফা লিনোলিক অ্যাসিড। এটা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে।

তামাকের নেশা থেকে মুক্তি — প্রতিদিন লাঞ্চের পর অল্প একটু তিসি চিবোলে তামাক বা অন্য নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে দাবি গবেষকদের।

সুন্দর ত্বক, চুল, নখ— প্রতিদিন ১ চামচ তিসি গুঁড়ো। চুল পড়া কমায়। স্কিন ও নখকে স্বাস্থ্যবান করে।

হীনমন্যতা স্থায়ী নয়, যেকোনো সময় নিজেকে বদলানো যায়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকথার এক পাঠক জানিয়েচেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো।

আপনার সমস্যা

আমার সমস্যার হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস কম। পরিবারের মানুষ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। কথা বললেই মনে হয় আমি ভুল বলছি। আমার বয়স ২২। অবিবাহিত। আমি এইচএসসি পড়েছি হোস্টেলে থেকে। ওখানে সবাই আমাকে বোকা বলতো। এখনো বলে। আমি সব কিছুতেই অপরের উপর নির্ভর করি। মানসিক ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়। খুব রাগ ওঠে, কি ওষুধ খাবো। অমি কি করব।

আমাদের সমাধান

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনি হীনমন্যতায় ভুগছেন। শুধু আপনি না, বহু মানুষ আজ হীনমন্যতায় আক্রান। এর প্রথম লক্ষণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের প্রতি যেহেতু আস্থা নেই, তাই সহজেই অন্যদের ভয় পাওয়া। আর সেটা অপরিচিত হলে তা কথাই নেই। মিশতে গেলেই সব গোলমাল হয়েযায়। আবার সে কারণেই পরনির্ভর বোধ তৈরি হয়। নিজেকে লবঙ্গ লতিকা মনে হয়।

এর ফলে তৈরি হয় সীমাহীন ক্ষোভ, নিজের ও অন্যদের প্রতি। এই পুরোটাই একটা দূষিত চক্র। আপনি নিজেকে বলুন, আমি একটা নেতিবাচক চক্রবুহ্যে ফেঁসে গেছি। তাই এমনটা হচ্ছে। এর পর প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনে যত কাজ করেছেন তার মধ্যে দুইটো ভালো কাজের জন্য আপনি নিজেকে ধন্যবাদ দিন।

আয়নায় নিজের চোখে চোখ রেখে বলুন' নানা কারণে আমি নেতিবাচক চক্রে আটকে পড়েছিলাম। আমি সেটা জানি। আমি আত্মবিশ্বাসী এখন থেকে আমি নিজেকে বদলাবো।'

তার এটা তালিকা তৈরি করুন।

এবার অপশনগুলি খুঁজে দেখুন কীভাবে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।

এর জন্য কোন কোন নেতিবাচক অনুভূতী দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করুন।

এই অনুভূতির বদলে কি কি ইতিবাচক অনুভূতি চান তা নির্ধারণ করুন।

সেই ইতিবাচক অনুভূতি কীভাবে পাবেন, সেই অপশনগুলো খেয়াল করুন।

মানুষ যেকোনো সময় থেকে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নিজেকে বাহাবা দিন, আপনিও পরিবর্তন চান।

আজ থেকেই শুরু করুন, কেমন থাকছেন জানাবেন। আমরা পাশে আছি।

শুরুতেই দরকার সচেতনতা মানসিক প্রস্তুতি

যারা পরিবারে নতুন অতিথি আনার কথা ভাবছেন, বিষন্নতার অন্য মানসিক রোগ এড়াতে তাদের শুরুতেই সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ও পরে বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের ক্ষেত্রে কম নয়। বরং কখনও কখনও একই।

মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক ডা: লায়না লিচ ও ৪৩ টি আলাদা আলাদা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সন্তান জন্মানোর আগেও পরে ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ উদ্বিগ্নতা এবং বিষন্নতাসহ অন্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যা নারীর তুলনায় অর্ধেক। দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে। অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই পরিবারে নতুন অতিথি আসার বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম অবস্থায় 'নার্ভাস' হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও, উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে, যোগ করেন লিচ। এক্ষেত্রে লক্ষণগুলো হলো সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত ভয়, সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়ে যাওয়া বা সার্বিক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া। শারীরিক লক্ষণগুলো হলো হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, ঘেমে যাওয়া, ঘুম কমে যাওয়া ও ক্ষুধা কমে যাওয়া। লিচ'র মতে, মানসিক সমস্যা এড়াতে দম্পতিদের প্রথমে চিকিৎসক এবং প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা করে। সচেতন হওয়া দরকার। মা গর্ভবতী বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।পারস্পরিক সহযোগিতা ও আর্থিক প্রস্তুতি মানসিক সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।তিনি আরও বলেন, পরিবারে নতুন অতিথি আসার আগে ও পরে কেবল বাবা মাকে প্রস্তুত থাকলে চলবে না, যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে এ প্রস্তুতি সবার।

শনিবার প্রয়াত তপন চক্রবর্তী শহিদান দিবস পালন করে ডিওয়াইএফ। ছবি- নিজস্ব।

প্রেমিকাকে খুন করে টুকরো টুকরো দেহের অংশ ভাসিয়ে দিল খালে গ্রেফতার অভিযুক্ত প্রেমিক

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : একেবারে হিন্দি সিনেমার কায়দায় প্রেমিকাকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ভাসিয়ে দিল খালের জলে। এই চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির তুর্কমান গেটের কাছে।

পুলিশ জানিয়েছে, খুন এবং প্রমান লোপাটের অভিযোগে ধৃত প্রেমিকের জায়গা আপাতত শ্রীঘরে হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি হলেন তুর্কমান গেট এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ আয়ুব ভিকি (৩২)। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল শনিবারই ওই ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত চার বছর আগে দিল্লির জিবি রোডের গনিকালয়ে গিয়ে আয়ুবের সঙ্গে পরিচয় হয় লতা আলিয়াস সালমার সঙ্গে। সেখান থেকেই তাঁদের দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। জানা গিয়েছে টানা চার বছর আয়ুব লতার সঙ্গে ঘুরলেও ২০০৮ সালে আয়ুব অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেন। বর্তমানে তাঁদের তিন সন্তানও রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, ১০ বছরের বিবাহিত জীবন এবং সন্তান থাকতেও ধৃত আয়ুব লতাকে আবার বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে, এমনকি অভিযুক্ত তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকাকে আগের কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলে।

কিন্তু বারবার লতার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধৃত তাকে খুন করার ছক কষে। পরিকল্পনা মাফিক কাজও সেরে ফেলেছিল আয়ুব। কিন্তু এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হল না তাঁর। অবশেষে ধরা পড়ল পুলিশের জালে।

পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী কার্যকর করার দাবি দিলীপের

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স.) দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী কার্যকর করার দাবি তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শনিবার দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মাধ্যমে হিন্দু উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষিত হবে। পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নিন্দায় সরব হয়ে তিনি দাবি করেছেন যে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে নিজেদের দিকে টানার জন্য রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারিদের মদত দিচ্ছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। তাই দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী কার্যকর করে বাংলাদেশী নাগরিকদের হটিয়ে দেওয়া উচিত। বর্তমান তৃণমূল সরকার তা করতে না চাইলে ২০২১ সালে ক্ষমতায় এসে তা করে দেখাবে বিজেপি। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ধর্মীয় কারণে আসা হিন্দুদের এই দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির অন্যতম নির্বাচনী এজেন্ডা ছিল জাতীয় নাগরিকপঞ্জী কার্যকর করা। রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ১৮টি জয়লাভ করে বিজেপি। এদিন অসমে এনআরসি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তালিকা থেকে বাদ যায় প্রায় ১৯ লাখের বেশি মানুষের নাম।

আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক, আর্থিক পরিবর্তনের ডাক দিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি

হায়দরাবাদ, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক, আর্থিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবর্তনের ডাক দিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।

শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তির বিভাজন, ব্যবসায়িক জটিলতা, সন্ত্রাসবাদ এবং সমুদ্র পথে যাবতীয় প্রতিকূলতা রোধে আন্তর্জাতিক স্তরে বহুমাত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে ভারত। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য বহুমাত্রিকতা একান্ত ভাবে জরুরি।

একবিংশ শতাব্দী যে এশিয়ার জন্য তা মনে করিয়ে দিয়ে বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, একবিংশ শতাব্দী এশিয়ার হতে চলেছে। এই মহাদেশের শান্তি, সুরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য ভারত উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করবে। বাণিজ্যিক তথা সার্বিক উন্নয়নের জন্য ডিজিট্যাল প্রযুক্তির উপর জোর দেন উপ-রাষ্ট্রপতি।

ভারত যে যুদ্ধবাজ দেশ নয় তা মনে করিয়ে দিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ভারত কোনও ভাবেই যুদ্ধবাজ দেশ নয়। পাশাপাশি নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারত যে কোনও ভাবে রেয়াত করবে না তা মনে করিয়ে দিয়ে বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন কেউ যদি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তবে তার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।

ভূ-স্বর্গে নদীতে ডুবে গেল ৩ শিশু সহ ৫ জন

শ্রীনগর, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে তিনটি পৃথক ঘটনায় জলের নিচে তলিয়ে গেল ৩ শিশু সহ পাঁচজন। এব্যাপারে শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, উধমপুর এবং রাজৌরি জেলার তিনটি পৃথক দুর্ঘটনায় ৫ জনের ডুবে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে, এদের মধ্যে ৩টি শিশুও রয়েছে। গত কয়েকদিনের ভারী বর্ষণের জেরে রাজ্যে বেশ কয়েকটি নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে এই বিপত্তি বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের।

উধমপুর জেলার ধীরমা নদীর অদূরেই একটি বস্তিতে বসবাসকারী জন্মসূত্রে রাজস্থানী প্রীতি (৪) এবং জ্যোতি (৫) নামের দুই নাবালিকা ধীরমা নদীতে ভেসে যায়। নিজেদের ঝুপড়ির বাইরে খেলার সময় শুক্রবার জলের তোড়ে ভেসে যায় ওই দুই শিশু। শিশুদুটির খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। অপর একটি ঘটনায় উধমপুর জেলাতেই রোহিত কুমার নামে বছর ১১র এক নাবালক স্নান করতে গিয়ে গারনাই নদীতে ডুবে যায়। রোহিতের দেহ উদ্ধার করে শনিবার ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, রাজৌরি জেলায় ঝুল্লা ব্রিজের কাছে মানোয়ার নদীতে বাসন ধুতে গিয়ে প্রবল স্রোতের টানে তলিয়ে যান সোনিয়া (২৫) এবং মঞ্জু (৩০) নামে দুই রাজস্থানী গৃহবধূ। নদীর তীরে একটি বস্তিতে তাঁদের বাড়ি। এদিন তলিয়ে যাওয়া ওই দুই বধূর নিথর দেহ উদ্ধার করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

নতুন ক্রীড়া নীতি নিতে আসতে চলেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার

বালিয়া (উত্তরপ্রদেশ), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : ক্রীড়া ক্ষেত্রে গোটা দেশের মধ্যে রাজ্যকে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নতুন ক্রীড়া নীতি গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হল উত্তরপ্রদেশ সরকার।

শনিবার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী উপেন্দ্র তিওয়ারি জানিয়েছেন, নতুন ক্রীড়া নীতি নিয়ে আসবে রাজ্য সরকার। উত্তরপ্রদেশকে গোটা দেশের মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে এক নম্বর স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই উদ্যোগ। ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশ এবং রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ক্রীড়াবিদরা যাতে অনায়াসে স্টেডিয়ামে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন তাঁর জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদদের নাম নথিভুক্ত করে পরিচয় পত্র দেওয়া হবে। এমন স্টেডিয়ামের ভেতর নতুন পোশাক বিধিও নিয়ে আসতে চলেছে রাজ্য সরকার। ছয়ের পাতায়

এমাজনে জঙ্গলে ভয়ানক অগ্নিকান্ড। শনিবার আগরতলায় অপর্ণ সোসাইটির পক্ষ থেকে এমাজন বাঁচাও কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বেড়েছে বিজেপির সদস্য সংখ্যা : জেপি নাড্ডা

ডালটনগঞ্জ, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বেড়েছে বিজেপির সদস্য সংখ্যা। শনিবার ঝাড়খণ্ডের ডালটনগঞ্জে অনুষ্ঠিত 'শক্তি কেন্দ্র সম্মেলনে' এমনটাই জানালেন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

শনিবার ঝাড়খণ্ডের ডালটনগঞ্জে অনুষ্ঠিত 'শক্তি কেন্দ্র সম্মেলনে' অংশ নিলেন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু-কাশ্মীরে সবচেয়ে বেশি সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। বিজেপির দাবি, ১০ লক্ষ সদস্যগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ময়দানে নামা হয়েছিল। কিন্তু এ রাজ্যে সদস্য হওয়ার হিড়িক দেখে ধাপে ধাপে লক্ষ্য মাত্রা বাড়ানো হয়।

জেপি নাড্ডা জানান, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সদস্য সংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৩০, ৪০, ৫০ এবং শেষে ৬০ লক্ষ সদস্য সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। সেখানেও দেখা গেছে সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গেছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ৮০ লক্ষ মানুষ বিজেপির সদস্য হয়েছেন। এখন তাঁদের নতুন লক্ষ্যমাত্রা এক কোটি।

জম্মু-কাশ্মীরেরও একই প্রবণতা দেখা গিয়েছে বলে জানান নাড্ডা। তাঁর কথায়, জম্মু-কাশ্মীরে করনা নামে এক বিধানসভায় ৬ হাজার বেশি মানুষ সদস্য হয়েছেন বিজেপির।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে অন্যতম বিরোধী দল বিজেপিই। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসন দখল করে বিজেপি। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গকেই পাখির চোখ করে এগোতে চাইছেন বিজেপির জাতীয় নেতারা।

জঙ্গলমহলের লোধাদের জন্য উন্নয়নের ডালি পঃবঙ্গ সরকারের

মেদিনীপুর, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : বাম আমলের সময় থেকেই বরাবরই উপেক্ষিত জঙ্গলমহল ও সংলগ্ন এলাকার লোধা শবর সম্প্রদায়ের লোকজন। ক্ষমতার পরিবর্তনের পর জঙ্গলমহলের সার্বিক ভোল পাল্টানোর চেষ্টা হলেও লোধা শবর দের ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে ধ্বস বুঝেই এবার লোধাদের জন্যও সহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল রাজ্য সরকার ।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের লোধাদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প শুরু হচ্ছে ।

পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা মিলিয়ে মোট ১৭ হাজার লোধা শবর পরিবার রয়েছে ।প্রায় ৯৪ হাজার লোধা শবর বাস করে এই দুই জেলাতে ।যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত বলে দাবি এই সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতাদের । তাই ২০১১ সাল থেকে বারবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করে নিজেদের দাবি রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল লোধা শবর কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বরা ।অবশেষে শুক্রবার সেই সুযোগ উপস্থিত হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের খাদ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ অমূল্য মাইতির সহযোগিতায় এদিন ঝাড়গ্রাম লোধাশবর কল্যাণ সমিতির সভাপতি খগেন মান্ডি ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লোধা শবর কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বলাই নায়েক সহ একদল প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসনিক সচিব সঞ্জয় কুমার থাডে লোধা শবর সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে তাদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেশ কিছুক্ষণ বৈঠকের পরেই একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। এরমধ্যে হল ১-ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুটি পৃথক লোধা সেল গঠন করা হবে, যেটা লোধা শবরদের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করবে। ২-দুই জেলাতেই ১০০ জন করে লোধা শবর পরিবারের মহিলাদের বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৩- আরো ১০০ জনকে টেইলারিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৪-লোধা শবর অধ্যুষিত বেশকিছু গ্রামে সোলার সিস্টেমে পানীয় সরবরাহ শুরু হবে। এজন্য বরাদ্দ হবে ৯০ লক্ষ টাকা। ৫- দুই জেলা থেকে প্রায় দুই হাজার লোধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কাজে লাগানো হবে। ৬- লোধা শবর দের জন্য বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি তৈরি করা হবে ,৭- স্বনির্ভর করতে প্রাণী প্রতিপালনেও সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে দপ্তর থেকে।

কর্মাধ্যক্ষ অমূল্য মাইতি বলেন-' লোধা শবরদের বিভিন্ন সমস্যা গুলি শুনে মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি নির্দেশ দিয়েছেন ।সেই সঙ্গে এদের রেশন কার্ড সম্বলিত সমস্যাগুলো সমাধানের রাস্তা বের করা হয়েছে। রেশন থেকে পানীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের জন্য এক গুচ্ছ প্রকল্প শুরু হচ্ছে কয়েক সপ্তাহেই ।' এদিন বলাই নায়েক বলেন-আমরা ২০১১ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করে দাবি রাখার চেষ্টায় ছিলাম। আজ সেই সুযোগ হয়েছে। আজকে অনেকগুলি দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার শুকান্ত একাডেমিতে বাংলা কবি সম্মেলন পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মহারাষ্ট্রে রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে তীব্র বিস্ফোরণ : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩, জখম কমপক্ষে ৫৮ জন শ্রমিক

মুম্বই ও শিরপুর, ৩১ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলায় রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে তীব্র বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৩ জন শ্রমিকউ এছাড়াও গুরুতর জখম হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৫৮ জন শ্রমিকউ জখম শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ শনিবার সকাল ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ ধুলে জেলার শিরপুর তালুকের অন্তর্গত ওয়াঘাড়ি গ্রামে অবস্থিত রাসায়নিক কারখানায় তীব্র বিস্ফোরণ হয়উ রাসায়নিক কারখানার ভিতরে রাখা বেশ কয়েকটি সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয়উ বিস্ফোরণের সময় কারখানার ভিতরে উপস্থিত ছিলেন কমপক্ষে ১০০ জন শ্রমিকউ তাঁদের মধ্যেই ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছেউ এছাড়াও ৫৮ জন গুরুতর জখম হয়েছেনউ ধুলে-র পুলিশ সুপার বিশ্বাস পান্ধারে জানিয়েছেন, রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছেউ এছাড়াও ৫৮ জন জখম ও আহত হয়েছেন। শিরপুর থানার পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, 'প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কারখানার ভিতরে থাকা একাধিক সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয়উ এখনও পর্যন্ত ১৩টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছেউ গুরুতর জখম অবস্থায় ৫৮ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ উদ্ধারকাজ চলছেউ' ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং দমকলউ বিস্ফোরণের পরই কারখানার ভিতরে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুনউ কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় আকাশউ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন।

মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলায় রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশউ প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অরুণ জেটলির মূর্তি বসাবে বিহার সরকার : নীতিশ কুমার

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির মূর্তি গড়বে বিহার সরকার। শনিবার এমনই জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।

এদিন পাটনায় এসকেএম হলে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীতিশ কুমার জানিয়েছেন, প্রতি বছর অরুণ জেটলির জন্মজয়ন্তী পালন করবে বিহার সরকার। প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে নীতিশ কুমার জানিয়েছেন, অরুণ জেটলি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। নিজের দক্ষতা দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের দায়িত্বভার সামলেছিলেন তিনি। আইনজীবী হিসেবেও খ্যাতি ছিল তাঁর। উল্লেখ করা যেতে পারে বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির এইমস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন অরুণ জেটলিউ লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রাখা হয়েছিল জেটলিকেউ চিকিৎসকদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি নঅরুণ ছয়ের পাতায়

ছয় দিনের অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন নৌসেনা প্রধান

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : ছয় দিনের অস্রেস লিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফরে যাবেন নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিং। সফরে সরকারি আধিকারিক এবং সেসব দেশের নৌসেনা প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন ভারতীয় নৌসেনা প্রধান।

শনিবার প্রশাসনের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ২০০৬ সালের মেমোরেন্ডাম অফ ডিফেন্স কোপরেশন এবং ২০০৯ সালের জয়েন্ট ডিক্লারেশন অফ সিকিউরিটি কোপরেশনের মাধ্যমে অস্ত্রেছলিয়া সঙ্গে ভারতের সামরিক সম্পর্ক অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়েছে। ২০১৪ সালে দুই দেশের মধ্যে সামরিক চুক্তিও হয়। ফলে নৌবাহিনীর শীর্ষকর্তাদের মধ্যে বৈঠক, প্রশিক্ষণের আদান প্রদান আরও সুদৃঢ় হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরের এপ্রিলে যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে দুই দেশের নৌবাহিনী।

নৌসেনা প্রধানের নিউজিল্যান্ড সফর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনী যে মিলন কর্মসূচি নিয়েছে তাতে প্রতিবার যোগ দেয় নিউজিল্যান্ড।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কাশ্মীর নিয়ে কুৎসা রটাচ্ছে পাকিস্তান

মুম্বই, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে কাশ্মীর নিয়ে কুৎসা রটাচ্ছে পাকিস্তান। শনিবার এমনই জানিয়েছেন মহারাষ্ট্র পুলিশের সাইবার সেলের আইজি ব্রিজেশ সিং।

এদিন ব্রিজেশ সিং জানিয়েছেন, ভারতীয়দের নাম দিয়ে বহু ভুয়ো অ্যাকাউন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলা হয়েছে। এই অ্যাকাউন্ট থেকে আপত্তিজনক বিষয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। তদন্ত করে দেখা গিয়েছে এই প্রচার পাকিস্তানের তরফে করা হয়ে চলেছে। কাশ্মীর নিয়ে মথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালাচ্ছে পাকিস্তান। ভুয়ো ভিডিও এবং ছবি দেখিয়ে এই প্রচার চালানো হচ্ছে।

জনগণের কাছে আহ্বান করে মহারাষ্ট্র পুলিশের সাইবার সেলের আইজি জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা কোনও তথ্য সব সময় যাচাই করা উচিত। দেশবিরোধী কোনও প্রচার, পুলিশ ও সেনাকে নেতিবাচক ভাবে দেখানো কোনও পোস্ট ফরওয়ার্ড করা উচিত নয়। এতে করে দেশের জাতীয় সংস্থাগুলির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে গত বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক জানিয়েছেন যে ইন্টারনেটকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে জঙ্গিরা। উপত্যকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সত্যপাল মালিক জানিয়েছেন, জনগণ সমস্যার সম্মুখীন হলেও তাদের এটা বোঝা উচিত ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে ভুয়ো প্রচার চালানো হচ্ছে।

এক নজরে এনআরসি

চূড়ান্ত এনআরসি-র তালিকায় নাম নেই দক্ষিণ অভয়াপুরির বিধায়ক অনন্তকুমারের

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : বহু প্রতীক্ষিত সংযোজিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম নেই দক্ষিণ অভয়াপুরির এআইইউডিএফ বিধায়ক অনন্তকুমার মালোর। আজ ৩১ আগস্ট প্রকাশিত চূড়ান্ত এনআরসি তালিকায় নিজের নাম না দেখে অবশ্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন বিধায়ক। তিনি বলেন, কেন নাম উঠেনি আবেদন করে তা যাচাই করে দেখা হবে। এটা যে অযথা হেনস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা-ও বলেছেন অনন্তকুমার। বলেন, এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। তবে এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়ায় যে গরমিল হচ্ছে সে ব্যাপারে আগে থেকেই সোচ্চার ছিলেন তিনি, জানান বিধায়ক।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এনআরসি-র প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর ২০১৮ সালের ৩১ জুলাই প্রকাশ হয় দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত খসড়া। ওই খসড়ায় ২,৮৯,৮৩,৬৭৭ জন নাগরিকের নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও বাদ পড়েছিল ৪০,০৭,৭০৭ জনের নাম। পরবর্তীতে চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে প্রামাণিক ওজর-আপত্তি ফর্মে তথ্য-সহ আবেদন জানিয়েছিলেন ৩৬,২৬,৬৩০ জন। এ-থেকে ১৯ লক্ষ ৬,৬৫৭ জনের নাম বাদ পড়েছে সংযোজিত চূড়ান্ত তালিকা থেকে। তবে যাঁরা আজকের প্রকাশিত তালিকায় সন্তুষ্ট নন, অর্থাৎ যে-সব ভারতীয় নাগরিক তাঁদের নাম পড়েছে বলে বলে মনে করেন, তাঁরা আগামী ১২০ দিনের মধ্যে প্রামাণিক তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদেশি ট্রাইবুনালে প্রদর্শন করে নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

এদিকে সংযোজিত তালিকা অনুযায়ী ১৯ লক্ষ ৬,৬৫৭ জনকে বাদ দিয়ে অসমে মোট বৈধ নাগরিক ৩,১১,২১,০০৪ জন।

এনআরসি : ভারতীয় নাগরিকের তালিকায় নাম নেই জনপ্রতিনিধিদের, বিস্ময়

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : বহু প্রতীক্ষিত সংযোজিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম নেই কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়ার দুবারের বিধায়ক (প্রাক্তন) আতাউর রহমান মাঝারভুইয়াঁর। এছাড়া আজ ৩১ আগস্ট প্রকাশিত চূড়ান্ত এনআরসি তালিকা থেকে কেবল প্রাক্তন বিধায়ক মাঝারভুইয়াঁ নয়, বাদ পড়েছে দক্ষিণ অভয়াপুরির এআইইউডিএফ বিধায়ক অনন্তকুমার মালো, দলগাঁওয়ের কংগ্রেসি বিধায়ক ইলিয়াস আলির মেয়ের নাম।

এদিকে এনআরসি-র তালিকায় নাম না দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বিধায়ক আনন্ত মালো বলেন, কেন নাম উঠেনি আবেদন করে তা যাচাই করে দেখা হবে। এটা যে অযথা হেনস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। তবে এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়ায় যে গরমিল হচ্ছে সে ব্যাপারে আগে থেকেই সোচ্চার ছিলেন তিনি, জানান বিধায়ক। মালো বলেন, তাঁর পত্নী, ছেলে, ছেলের বউ সকলের নাম উঠেছে, তার নাম নেই। তার দেহরক্ষীর পরিবারের কারোর নাম নেই। এ সব কী করে সম্ভব? একই বক্তব্য প্রাক্তন বিধায়ক আতাউর রহমানও। তিনি বলেন, প্রকাশিত এনআরসি-র নবায়ন প্রক্রিয়ায় মোটেই সন্তুষ্ট নন তিনি। আজ তাঁর বাড়িতে বসে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, নিজের সহ তাঁর পরিবারের তিনজনের নাম নেই এনআরসি-র তালিকায়। মানুষ যে হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং আগামীতে হবেন তার দায় কে নেবে? ট্রাইব্যুনালে যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ মানুষের যে টাকা খরচ হবে তা দেবে কে, সরকার?

উত্তরপ্রদেশ সরকার

পাচের পাতার পর

দেশের চিরাচরিত ক্রীড়া যেমন খো-খো, কবাডি, গিল্লি দান্ডা এবং ফেনসিংকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই ধরণের ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্য করবে রাজ্য সরকার। যে সকল মাঠ এবং জিমনাসিয়ামগুলি জবর দখল করা হয়েছে সেইগুলিকে মুক্ত করা হবে। এর জন্য টাক্স ফোর্স গঠন করা হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডিমা হাসাও জেলায় এনআরসি-ছুটের সংখ্যা নগণ্য

হাফলং (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : অসমে বহু প্রত্যাশিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পেল শনিবার। চূড়ান্ত তালিকার বাইরে থেকে গেলেন ১৯ লক্ষের বেশি মানুষ। ভারতীয় হওয়ার প্রমাণপত্র থাকার পরও অনেকের ঠাই হয়নি এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায়। এবার যাঁরা বাদ পড়েছেন তাঁদের ১২০ দিনের মধ্যে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে পুনরায় আপিল করতে হবে এনআরসি-র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য। ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া এ কথা শুনিয়েছেন।

জেলাশাসক রাজখোয়া বলেন, যাঁদের নাম এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাঁদের সামনে আরও একটি সুযোগ রয়েছে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে আপল করার। তার পরও যদি অভিযোগ থাকে, দ্বারস্থ হতে পারবেন সর্বোচ্চ আদালতে। তাই এ-নিয়ে অযথা শঙ্কিত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান জেলাশাসক।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় এনআরসি নিয়ে তেমন হেলদোল দেখা যায়নি মানুষের মধ্যে। সারা রাজ্যের সঙ্গে শনিবার সকাল ১০ টায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে ডিমা হাসাও জেলার ২৭টি এনআরসি সেবাকেন্দ্রে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি সেবাকেন্দ্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এসএসবি-র জওয়ানরা। পুরো পাহাড়ি জেলায় আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়ন, এসএসবি জওয়ানদের নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে শনিবার সকাল ৭-টা থেকে গোটা পাহাড়ি জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমিতাভ রাজখোয়া।

আজ এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর এনআরসি সেবাকেন্দ্রগুলিতে মানুষের দীর্ঘ লাইন মোটেও ছিল না। কারণ ডিমা হাসাও জেলায় এনআরসি থেকে বাদ পড়ার সংখ্যা খুবই কম ছিল বলে।

এনআরসি-ছুট প্রাক্তন সেনা আধিকারিক সানা উল্লাহও

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন আধিকারিক, কারগিল যুদ্ধের অন্যতম প্রথমসারির সেনানি, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মহম্মদ সানা উল্লাহ। সানা উল্লাহের সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলেরও নাম নেই তালিকায়। তবে তালিকায় তাঁর পত্নীর নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে বিদেশি ঘোষিত হয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক। গত ২৯ মে তাঁকে গ্রেফতার করে গোয়ালপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল অসম পুলিশের সীমান্ত শাখা। ১১ দিন বন্দিত্বের পর ৮ জুন গুয়াহাটি উচ্চ আদালত থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন লাভ করেছিলেন সানাউল্লাহ।

মহম্মদ সানা উল্লাহ ১৯৮৭ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। এর পর টানা ৩০ বছর বিভিন্ন পদে চাকরি করে ২০১৭ সালে সেনাবাহিনীর সাম্মানিক ক্যাপটেন পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। চাকরির সময়কালে ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তিনি ২০০৮ সালে মণিপুরে জঙ্গি-বিরোধী অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গত ২০০৯ সালে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে মামলা রুজু হলেও এ-সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন অবসর গ্রহণের পর গত ২০১৭ সালে। অবশেষে এনআরসি থেকেই তাঁর নাম ছেটে বিদেশির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অসমে যা ঘটেছে তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত বিজেপির : ওয়াইসি

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : 'বিজেপির শিক্ষা হওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলিমের নামে দেশজুড়ে এনআরসি চাওয়া বন্ধ করা উচিত', এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর এমনটাই বললেন এআইএমআইএম (অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন) প্রধান আসাদউদ্দীন ওয়াইসি। শনিবার সকালেই নাগরিকপঞ্জির (এনআরসি) চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ১৯ লক্ষ মানুষ। এর আগে খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিলেন ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষ। বাদ পড়াদের সংখ্যা কম হওয়াতে অনেকে স্বস্তি পেলেও বিরাট সংখ্যক মানুষ এখনও আতঙ্কে।

এনআরসি প্রসঙ্গে এদিন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দীন ওয়াইসি বলেন, 'বিজেপির শিক্ষা হওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলিমের নামে দেশজুড়ে এনআরসি চাওয়া বন্ধ করা উচিত। অসমে যা ঘটেছে তা থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। অবৈধ অভিবাসনের নামে তাদের তথাকথিত কাহিনী ফাঁস হয়ে গিয়েছে।' এআইএমআইএম প্রধান আরও বলেন, 'আমার নিজের সন্দেহ রয়েছে যে নাগরিক সংশোধনী বিলের মাধ্যমে বিজেপি এমন একটি বিল আনতে পারে যার মাধ্যমে তারা সমস্ত অ-মুসলিমকে নাগরিকত্ব দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, যা পুনরায় সাম্যের অধিকারকে লঙ্ঘন করে। অসমের অনেক মানুষ আমাকে জানিয়েছেন যে পিতামাতার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবে তাদের সন্তানের নাম নেই তালিকায়। উদাহরণস্বরূপ, মহম্মদ সানাউল্লাহ সেনাবাহিনীতে রয়েছেন। তাঁর মামলা হাইকোর্টের বিচারাধীন রয়েছে। আমি নিশ্চিত, তিনি ন্যায়বিচার পাবেন।'

কারাবাসের সাজা

● **প্রথম পাতার পর**

মামলায় সাজা ঘোষণা হবে। ফলে, আদালত চত্বরে প্রচুর মানুষ ভীড় জমান। ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক গৌতম সরকার তাকে ৩০২, ২০১, ৩৭৬ এবং পক্সো আইনের ৪ নং ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। আজ তাকে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শুনানো হয়েছে।আইনজীবী মহলের দাবি, ওই ঘটনায় রজত তাঁতীর যে ধারা রয়েছে, তাতে তার ন্যুনতম যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে তা নিশ্চিত ছিল। তবে, বীনার পরিবার এবং ধর্মনগরবাসী আসামীর ফাঁসী হোক চেয়েছিলেন। অবশ্য, আদালতের আজকের রায়েও বীনার পরিবার সন্তোষ প্রকাশ করেছে

যুব কংগ্রেস

দায়ের করা হলেও পুলিশ দোষীদের গ্রেফতার করছে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর দোষীদের গ্রেফতার সহ ৭ দফা দাবিতে বন্ধ আহ্বান করা হয়। এই বন্ধকে সমর্থন জানিয়ে শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী ৫ই সেপ্টেম্বরে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের আহূত বন্ধকে সর্বাত্মক সমর্থন জানান এবং পাশাপাশি এনএসইউআই এবং রাজ্য কংগ্রেস সেবাদলেরও এই বন্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান বন্ধের আগের দিন ৪ সেপ্টেম্বর কৈলাসহর এক ঐতিহাসিক বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করা হবে। সমাবেশে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্য নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যে বিরোধী দলের উপর হামলা হুজ্জতি বন্ধ করা না হলে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

নীতিশ কুমার

পাচের পাতার পর

জেটলিকে। শনিবার দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে প্রবীণ এই বিজেপি নেতারঊ পরে দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় করা হয় দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর। তাঁর স্মরণে দিল্লির ঐতিহ্যবাহী ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে অরুণ জেটলির নামে।

অনুচ্ছেদ ৩৭০ প্রত্যাহার : শৃঙ্খলমুক্ত হলেন কাশ্মীরিরা, ভারতের কাছে রক্তের ঋণী বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় প্রধান জি এম কাদের

ঢাকা, ৩১ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তান। কাশ্মীর ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতকে কোনঠাসা করতে বদ্ধপরিকর ইমরান খান সরকার। কিন্তু, ভারতকে কোনঠাসা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানই রীতিমতো চাপে রয়েছে। কাশ্মীর ইস্যুতে অবশেষে ভারতের সঙ্গে 'শর্তসাপেক্ষে' দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতেও প্রস্তুত হয়েছে পাকিস্তানঊ যদিও বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশের মতে, কাশ্মীর ইস্যু ভারতের আভ্যন্তরীন বিষয়। এবার জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার নিয়ে অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করলেন বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় প্রধান তথা প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী জি এম কাদের। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জি এম কাদের জানিয়েছেন, অবশেষে শৃঙ্খলমুক্ত হলেন কাশ্মীরিরা।

ভারতের কোচবিহার জেলার দিনহাটায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তথা প্রাক্তন মন্ত্রী, সংসদে বিরোধী দলের প্রধান গোলাম মুহাম্মদ (জি এম) কাদের। তাঁর কথায়, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক রক্তের। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত শুধু সমর্থন বা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে নয়, সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এতে ভারতের অনেক রক্ত ক্ষয় হয়েছে। সে কারণে আমরা ভারতের কাছে রক্তের ঋণে ঋণী। কিন্তু, বর্তমানে কিছু মানুষ রাজনৈতিক স্বার্থে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশে বণিজ্য বৈষম্য-সহ নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে পাকিস্তানী ধ্যানধারণায় ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে শুধু সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নয়, দু''দেশের মধ্যে পিপলটু পিপলসম্পর্ক আরও বাড়াতে পারলে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি, তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিল ও বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য বৈষম্য নিয়ে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাতকার দেন জিএম কাদের। সাক্ষাতকারটি নিয়েছেন কিশোর সরকার।

হিন্দুস্থান সমাচার : কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন ?

কাদের : পাক-ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ৭২ বছর কেটে গিয়েছে, এতদিন ভারতের সঙ্গে থাকতে পারলে এখন কী হল যে, ভারত থেকে কাশ্মীরকে আলাদা করতে হবে। কাশ্মীরে পর্যটন ছাড়া কিছুই নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকে এককভাবে চলার ক্ষমতা কাশ্মীরের নেই। এই প্রদেশটাকে হয় পাকিস্তান বা ভারত কারও সঙ্গে থাকতে হবে। আর পাকিস্তানের অর্থনীতির যে অবস্থা তাতে তাদের নিজেরই তো চলার অবস্থা নেই। সেখানে কাশ্মীরীদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাহায্য করার অবস্থা পাকিস্তানের আছে কি ? কাশ্মীরীরা স্বাধীন হলে দেশ চালাবে কীভাবে? আমার মনে হয়, ভারত ৩৭০ তুলে দিয়ে কাশ্মীরীদের শৃঙ্খল মুক্ত করেছে। কাশ্মীরে এখন বড় ধরনের বিনিয়োগ হবে। সাধারণ মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে পারবেন। যেহেতু ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক খারাপ তাই পাকিস্তান এটাকে একটি ইস্যু তৈরি করতে চাইছে।

হিন্দুস্থান সমাচার : বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য বৈষম্যকে কী নজরে দেখছেন?

কাদের : বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য বৈষম্য নিয়ে ভারত বিরোধীরা রাজনীতি করছেন। মূলত আমাদের প্রয়োজনেই আমরা ভারত থেকে মালামাল আনি। পিয়াজ, রশুন,আদা, চাল, ডাল, গরমমশলা-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যখন যা দরকার আমরা তা আমদানি করি। এলসি খোলার তিনদিনে মধ্যে আমার দেশে তা পৌঁছে যায়। মেশিনারিজ-সহ অন্যান্য যেসব জিনিস আনি, তাও আমার প্রয়োজনে। ভারত থেকে যে কম দামে এবং অল্প সময়ে মেশিনারিজ আনি তা বিশ্বের অন্য কোনও দেশ থেকে আনা সম্ভব নয়।

এখন মুক্তবাজার অর্থনীতি, কম দামে কম সময়ে যেখান থেকে যে মালামাল দরকার ব্যবসায়ীরা তা আমদানি করবেন। সে হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য বৈষম্য রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ পণ্য আমেরিকায় যায় তার চেয়ে বাংলাদেশে আমদানি কম হয়। কারণ, আমেরিকা থেকে একটি মেশিনারিজ আনতে হলে অনেক মূল্য দিতে হবে।

এছাড়া কমপক্ষে ছয় মাস আগে এলসি করতে হবে। একজন ইঞ্জিনিয়ার এনে তা ফিটিং করতে অনেক অর্থ দিতে হবে। এর চেয়ে কম দামে, কম সময়ে আমরা ভারত থেকে আনতে পারব। আর ফিটিং করার জন্য ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারকে এত বেশি টাকা দিতে হবে না। যে কারণে বাংলাদেশের সাথে ভারতে বাণিজ্য বৈষম্য থাকাটা স্বাভাবিক। এটা দোষের কিছু না।

আন্দোলনে সিট্যু'র

● **প্রথম পাতার পর**

কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তোপ দাগেন তিনি।

শ্রী দে কটাক্ষ করে বলেন, সরকারী কর্মচারীদের পায়ে বেড়ি পড়াতেই এসমা চালু করছে রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের কন্ঠরোধের সামিল বলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি রাজ্য সরকারের কাছে এই বিল প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে, ক্রমাগত করারোপের ফলে মানুষের কাঁধে বোঝা বাড়ছে, এ-বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মানিক দে। সম্পত্তি, সড়ক, জল ইত্যাদি কর বৃদ্ধিরা ফলে সাধারণ মানুষ ভিষণ অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়বেন। তাই, সমাজের সকল অংশের মানুষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কর বৃদ্ধির পথে হাটুক ত্রিপুরা সরকার, আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বলেন, এই সিদ্ধান্তে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

মৌ স্বাক্ষর

● **প্রথম পাতার পর**

শুধু সংস্থার কর্মীদের রাজ্যে থাকা খাওয়া এবং যাতায়াত খরচ বহন করতে হবে। এজন্য প্রতি বছর ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা করে ব্যয় হবে।

চুক্তিপত্রে এস সি ই আর টি-র অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা এবং প্রথম এডুকেশন ফাউণ্ডেশনের পক্ষে শৈলেন্দ্র শর্মা স্বাক্ষর করেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এই সংস্থাটি উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নীতকরণের লক্ষ্যে যে প্রয়াস নিয়েছে তা বাস্তবায়নে এই চুক্তি সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এদিন এছাড়াও শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্য গুপ্তা, বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরে অধিকর্তা তনুশ্রী দেববর্মা ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সার্ভিস চার্জ

● **প্রথম পাতার পর**

দেয়। আইআরসিটিসি-র যুক্তি, সার্ভিস চার্জ তুলে নেওয়ার পরে ২০১৬-২০১৭ অর্থবর্ষে তাদের মোট রাজস্ব আদায়ে ২৬ শতাংশ ঘাটতি হয়েছিল। পর পর তিন অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের এই ঘাটতি মেটাতেই আইআরসিটিসির এই পদক্ষেপ।

টিকিট বাতিল করার নিয়মের ক্ষেত্রেও বদল এনেছে আইআরসিটিসি। আগে টিকিট কাটার পর তা বাতিল করতে হলে যাত্রীকে সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউন্টারে বা রেলের সংরক্ষিত টিকিট বুকিং অফিসে গিয়েই করতে হত। রেল সূত্রে খবর, এ বার থেকে আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট বা কাউন্টারের মাধ্যমেও টিকিট বাতিল করতে পারবেন যাত্রী। ট্রেন ছাড়ার ৩০ মিনিট আগে পর্যন্ত অনলাইনে টিকিট বাতিল করা যাবে।

অভিমানে আত্মঘাতী ছাত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

তাই অভিমানে ওই নাবালিকা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে।

মৃতার বাবা জানিয়েছেন, পড়াশুনায় বরাবরই কাঁচা ছিল তার মেয়ে। সামনে মাধ্যমিক তাই পড়াশুনায় মনোযোগ দেওয়ার জন্যই সবসময় চাপ দেওয়া হতো। তিনি বলেন, সম্প্রতি প্রি-টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে। তাতে তার মেয়ে অংকে ভীষণ কম নম্বর পেয়েছিল। তাই, তাকে বকা দিয়েছিলাম।কিন্তু, এর পরিণতি এত ভয়ঙ্কর হবে, তা কখনই ভাবিনি, কাঁদতে কাঁদতে বলেন তিনি। আক্ষেপ করে তিনি বলেন, ছেলেমেয়েদের শাসন করার অধিকার এখন বাবা-মা হারিয়ে ফেলেছেন।

আজ ময়না তদন্তের পর ওই নাবালিকার মৃতদেহ বাড়িতে পৌছলে, তার বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্যদের কান্নার আওয়াজে চারিদিক ভারী হয়ে উঠে। এলাকাবাসীও এই ঘটনা এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না বলে জানান জনৈক প্রতিবেশী।

হোটেলে আত্মঘাতি

● **প্রথম পাতার পর**

তৈরির সংস্থায় কাজ করতেন কমল সাহা। ইতিপূর্বেও তিনি এই হোটেলে থেকেছেন। হোটেল ম্যানেজারের দাবি, মাস দুয়েক ধরে তিনি এই হোটেলে রয়েছেন। প্রতিদিন সকাল ৮-৯ টা নাগাদ তিনি চা চাইতেন। কিন্তু, কোন সাড়া না পাওয়ায় তাঁকে অনেক ডাকাডাকির পর নকল চাবি এনে দরজা খুলে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ নজরে এসেছে। সঞ্জিব দেববর্মা বলেন, গতকাল রাত ১১ টা নাগাদ তাঁর আত্মীয় দেখা করে গেছেন। এরপর তাঁকে আর কেউ দেখেননি।

এদিকে, হোটেলের রুমে ফাঁসিতে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার খবর পেয়ে ছুটে আসেন পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, হোটেল থেকে ফোন পেয়ে তারা ছুটে এসেছেন। এসে হোটেলের ২০৫ নম্বর রুমে অসম নিবাসী কমল সাহার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সাথে তিনি আরো জানান, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, মৃতের পরিবার এবং আগরতলায় তাঁর আত্মীয়কেও খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কথায়, আত্মহত্যার নমুনা দেখে তাঁকে কেউ হত্যা করেছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে, তাঁর মৃতদেহর পাশে একটি স্যুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু, তাতে কি লেখা রয়েছে তদন্তের স্বার্থে এখনই তা বলা সম্ভব নয়, বলেন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার।

হোটেলের রুমে আত্মহত্যার ঘটনায় অন্য আবাসিকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

১৯ লক্ষ

● **প্রথম পাতার পর**

প্রকাশের পর দিল্লির বিজেপি সভাপতি মনোজ তিওয়ারি বলেন, দিল্লিতেও এনআরসি করা হবে। এরপরই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন "আমার বাবা বাংলাদেশি ছিল, আমাকেও বের করে দিন।" কেন্দ্রের সমালোচনা করে অধীরের দাবি, ধর্ম নিরপক্ষে পদ্ধতিতে এনআরসি করা উচিত।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আজ অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়। ওই তালিকায় নাম বাদ পড়েছে ১৯,০৬, ৬৫৭ জনের। মোট ৩.১১ কোটি মানুষের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর যে খসড়া তালিকা প্রকাশ হয় সেখানে ৪০.০৭ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ে।

এনআরসি তালিকায় প্রকৃত ভারতীয়দের নাম বাদ পড়তেই ক্ষুব্ধ হয়ে অসমের বিজেপি সরকারকে 'মার্ডারার' আখ্যা দিয়েছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কংগ্রেস নেতা কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

শনিবার সকালে নবায়নকৃত জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পরই করিমগঞ্জের সার্কিট হাউসে জেলার কংগ্রেসি পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং পুর কমিশনারদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। মূলত এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়া লোকদের নাগরিকত্ব কী করে সাব্যস্ত করা যায়, এ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করাই ছিল আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। কমলাক্ষ ক্ষোভের সুরে বলেন, তালিকা প্রকাশের দুদিন আগে সরকার বলছিল, চিন্তা করার কিছু নেই। যার নাগরিকত্ব প্রশ্নের মুখে, সেই ব্যক্তি তো চিন্তা করবেই। ট্রাইব্যুনালে গিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে গেলে কত যে খরচা হয় তা কে দেবে? প্রশ্ন তুলেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

তিনি বলেন, এনআরসি-র ভয়ে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৬০ জন লোক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। অথচ সরকার বলছে ২৫ জন। আসলে এই সরকার মার্ডারার, এনআরসি-র নামে নিরীহ জনগণের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে সর্বানন্দ সরকার। আজ সকালে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পেতেই তেজপুরে এক মহিলা কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কদিন আগে রাতাবাড়ি এলাকায়ও এক ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। নাগরিকপঞ্জির নামে আর কত নিরীহ লোকের প্রাণ কেড়ে নেবে বর্তমান রাজ্য সরকার? প্রশ্ন তুলেন কমলাক্ষ।

ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সরকার বার বার এসওপি পাল্টে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। উদ্দেশ্য ছিল কী করে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্বহীন করা যায়। সরকার এক দেশ এক আইনের কথা বলে কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করেছে, সেটা ভালো কথা। কিন্তু অসমে কেন অসমচুক্তির ৬-এ ধারা কার্যকর হবে? নাগাল্যান্ডে কেন স্বাধীনতা দিবসের আগে ওদের পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা দিবস পালন হবে? এই দ্বিচারিতা কেন? মোদী সরকারের দিকে এই প্রশ্নগুলি ছুঁড়ে দেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়া ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে কীভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা যায় এ ব্যাপারে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

অ্যাম্বুলেন্সে মাদক পাচার

● **প্রথম পাতার পর**

উদ্ধার হয়েছে।

কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, বিশেষ সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শনিবার দুপুরে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দলবল নিয়ে অসম-ত্রিপুরা সীমান্ত কুর্তি এলাকায় ওত পেঁতে বসেবছিলেন। অ্যাম্বুলেন্সের মালিক ধর্মনগরের জনৈক দিলীপ পাল। তিনি জানান, গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে স্বতঃর্সুত এক মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।

পাল্টি খেলেন শোভন-বৈশাখী

● **প্রথম পাতার পর**

গত ১৪ আগস্ট তাঁরা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু, গেরুয়া শিবিরে অসম্মানের বোঝা বইছেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শোভন-বৈশাখী দুইজনেই। ফলে, ওই বোঝা থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের পাল্টি খাওয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক মহল বিদ্রুপ শুরু করেছে। বিজেপিতে গিয়েও সিবিআই'র থাবা থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েই দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে শোভন -বৈশাখীর উদ্দেশ্যে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে রাজনৈতিক মহল।

বিক্ষোভ ব্যাঙ্ক কর্মীদের

● **প্রথম পাতার পর**

কারণ, দেশের ৬০ শতাংশ মানুষের কাছে এখনো ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌছানো যায়নি। তাঁর কথায়, সংযুক্তিকরণে সম্পত্তি যেমন আসে, তেমনি দায়ভারও বেড়ে যায়। এ-ক্ষেত্রে, অনাদায়ী ঋণ আদায়ে কেন্দ্রীয় সরকার নজর দেওয়ার বদলে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণে গুরুত্ব দিচ্ছে। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক।

কলকাতা ক্লাসিকো: আলেজান্দ্রোর সামনে মোহনবাগানের মতোই অগ্নিপরীক্ষা ভিকুনার

দ্য ওয়াল ব্যুরো : কলকাতায় পা রেখে ঘরোয়া লিগের ডার্বি দেখেছিলেন গ্যালারিতে বসে। সুভাষ ভৌমিকের ইস্টবেঙ্গল সে বার দু''গোলে পিছিয়ে থেকেও কামব্যাক করেছিল। শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ড্র হয় খেলা। তারপরে আইলিগের হোম ও অ্যাওয়ে দুই ডার্বিতেই তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ আলেজান্দ্রো মেনেন্ডেজ। ৩-২ ও ২-০ ব্যবধানে দুটি ডার্বিই জিতেছেন তিনি। তাই এ বার আলেজান্দ্রোর পরিকল্পনাকে হারানোর পরীক্ষা মোহনবাগানের। সেই সঙ্গে অগ্নিপরীক্ষা বাগানের স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনারও। ঘরোয়া লিগের প্রথম দু''ম্যাচের ব্যর্থতার পর গত ম্যাচে টিম ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সেই জয়ের ধারাকেই জারি রাখতে চাইবেন তিনি। কোচ হিসেবে কাজ শুরু করার পর প্রথম টুর্নামেন্টেই বেশ সফল ভিকুনা। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হারলেও গোটা টুর্নামেন্টে ভালোই ফুটবল খেলেছেন বাগান ফুটবলাররা। কিন্তু ঘরোয়া লিগে ধাক্কা খেতে হয়েছে। প্রথমে পিয়ারলেস ও তারপর ক্যালকাটা কাস্টমসের কাছে। ছোট দলের বিরুদ্ধে কিবু ভিকুনার পরিকল্পনা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। সবুজ-মেরুন সমর্থকরাই বলছেন, কোচের কাছে প্ল্যান বি নেই। একটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও সেটা দিয়েই দলকে খেলতে হচ্ছে। যার ফলে ময়দানের তথাকথিত ছোট টিমও বাগানকে হারিয়ে দিচ্ছে। কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর একদিনে বাগান কোচের পরিকল্পনা দেখে যেটা স্পষ্ট, আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলাতে ভালোবাসেন তিনি। স্প্যানিশ ঘরানার পাসিং ফুটবলে আক্রমণে উঠতেও পছন্দ করেন। কিন্তু ভিকুনার বেশিরভাগ আক্রমণ হয় মিডল করিডর দিয়ে, অর্থাত থ্রু পাসে। কিন্তু সেই থ্রু পাস বন্ধ হয়ে গেলেই বিপদে পড়ে যান তিনি। সেইসঙ্গে বাগান রক্ষণও এখনও অবধি গুছিয়ে উঠতে পারেননি বাগান কোচ। রক্ষণে প্রায় প্রতি ম্যাচেই প্লেয়ার বদল করাতেই একটা সেট ডিফেন্স এখনও হয়নি। সবুজ-মেরুন ডিফেন্সের ফাঁকফোকরের দিকে কিন্তু নজর থাকবে লাল-হলুদ কোচের। রবিবাসরীয় ডার্বিতে বাগান কোচের প্রধান অস্ত্র হতে চলেছেন বেইতিয়া। দলের নতুন ১০ নম্বর যেন বাগানের চালিকাশক্তি। সব আক্রমণ তাঁর পা থেকেই শুরু হয়। তিনি যেমন নিখুঁত পাস বাড়াতে পারেন, তেমনই দূর থেকে চকিতে শট মারতেও পারেন। বেইতিয়া ছাড়াও বাগানের আরেক স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ফ্রান গঞ্জালেজও বেশ ভালো। এই দুজনের থ্রু বল থেকেই চলতি মরসুমে প্রায় সব গোল এসেছে বাগানের। গোলের জন্য সালভাদোর মার্টিনেজ পেরেজের উপর নির্ভর করলেও তিনি তখনই সফল যখন বেইতিয়া-গঞ্জালেজরা সফল হবেন। ডিফেন্সে ফ্রান মোরান্তে ভালো খেললেও এখনও বেলো রজ্জাক কংবা কিংসলে হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। তাই দায়িত্ব নিতে হবে কিমকিমা, গুরজিন্দরদের। গত কয়েক ম্যাচে আশুতোষ মেহেতা খেললেও ডার্বির অভিজ্ঞতার নিরীখে অরিজিত বাগুই কিন্তু কোচের প্রথম পছন্দ হতে পারেন। মাঝমাঠে সুরাবুদ্দিন মল্লিক, শেখ সাহিল, ফৈয়াজ, নওদম্বা নওরেম-এর মতো অনেক তরুণ প্রতিভা রয়েছে ভিকুনার সামনে। স্ট্রাইকারের ভূমিকায় ডুরান্ড কাপে নিজের জাত চিনিয়েছেন প্রাক্তন লাল-হলুদ ফুটবলার ভিপি সুহের। সেইসঙ্গে শুভ ঘোষের মতো বাগান অ্যাকাডেমির প্রতিভাদেরও দেখতে পারেন ভিকুনা। পিন্টুও তো এভাবেই সুযোগ পেয়ে বাজিমাত করেছিলেন। অন্যদিকে আলেজান্দ্রোর পরিকল্পনা নিয়ে এখনও প্রশ্ন তুলতে পারেনি লাল-হলুদ সমর্থকরা। দলকে ট্রফি দিতে না পারলেও তাঁর আক্রমণাত্মক ফুটবলকে সম্মান জানিয়েছেন তাঁরা। বিদেশি ফুটবলার সত্ত্বেও তরুণ প্রতিভাদের তুলে আনার চেষ্টা করেন আলেজান্দ্রো। আর তাই তো আগের মরসুমে জবি জাস্টিন, এই মরসুমে বিদ্যাসাগর সিংরা মশাল জ্বালছেন। গত মরসুমে বাগানের হার্টথ্রব পিন্টু মাহাতোও এ বার ইস্টবেঙ্গলে। ডার্বিতে গোল করেই ময়দানে শোরগোল ফেলেছিলেন জঙ্গলমহলের এই ফুটবলার। আর তাই দুই স্প্যানিশ কোচের লড়াই দেখা যাবে রবিবাসরীয় যুবভারতীতে। দুই কোচেরই প্রধান অস্ত্র নিজেদের স্প্যানিশ ব্রিগেড। কিন্তু লড়াই হবে মস্তিষ্কের, পরিকল্পনার। একদিকে আলেজান্দ্রো, যিনি ডার্বির পরিবেশ জানেন, বোঝেন এই ম্যাচের গুরুত্ব। অন্যদিকে ভিকুনা, যাঁর কাছে সুযোগ রয়েছে অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়ার। এখন দেখার আলেজান্দ্রো বাগানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিক করেন। নাকি ম্যাচ জিতে ভিকুনাও সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন, ওস্তাদের মার শেষ রাতে।মরশুমের প্রথম ডার্বিতে পাল্লা ভারী ইস্টবেঙ্গলের, একগুচ্ছ চমকের অপেক্ষায় দর্শকরা

পাঁচতারা হোটেলে পাশাপাশি বসে দুই দলের কোচ ও অধিনায়ক। তাঁদের ঠিক পাশেই অভিনেতা দেব মঞ্চ আলোকিত করেছেন। তাঁর হাত দিয়েই ডার্বির জন্য উন্মোচিত হল বিশেষ স্বর্ণমুদ্রা। যা দিয়ে হবে মরশুমের প্রথম বড় ম্যাচের টস। আর খেলার শেষে ম্যাচ সেরার হাতে তুলে দেওয়া হবে সেই সোনার কয়েন। ডার্বির প্রাক্কালে এমন আয়োজনের সাক্ষী কলকাতার ময়দান এর আগে কখনও থাকেনি। এলাহি আয়োজনে অভিভূত অভিনেতা দেবও। সবদিক থেকেই এবার ডার্বির গুরুত্ব আকাশ ছোঁয়া।ডার্বি মানে তো শুধুই দুই দলের মাঠের লড়াই নয়। এর সঙ্গে জুড়ে থাকে বহু মানুষের পরিশ্রম, সমর্থকদের আবেগ, প্রত্যাশা আরও অনেককিছু। কিন্তু এসব ছাড়াও ডার্বিই যে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা ব্র্যান্ডিং, সেদিকটাই এবার বেরিয়ে এল আইএফএ-র হাত ধরে। টিকিটে ব্র্যান্ডিং থেকে দর্শকদের জন্য বিমা, সমস্ত ব্যবস্থাই শক্ত হাতে করেছে আইএফএ। তাই ৯০ মিনিটের লড়াইয়ের সঙ্গে এই প্রথমবার বড় ম্যাচের চাকচিক্যও আলোচনার শীর্ষে। তবে আয়োজন যতই এলাহি হোক না কেন, দিনের শেষে নায়ক হবে সেই ম্যাচের ফলাফলই। আর তাই প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখছেন না দু''দলের কোচই। চলতি লিগে আপাতত দুই পয়েন্ট এগিয়ে আলেজান্দ্রোর ইস্টবেঙ্গল। তাছাড়া গত কয়েকটি ম্যাচ দেখলেই বোঝা যায় ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ ও ফরোয়ার্ড তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী। দুর্দান্ত ফর্মে ব. ে য. ে ছ ন কোলাডো-রালতেরাও। সেদিক থেকে খানিকটা পিছিয়ে কিবু ভিকুনার দল। তাছাড়া এর আগে দু''টি ডার্বির অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। তা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল যে অ্যাডভান্টেজে আছে, তা মানতে নারাজ আলেজান্দ্রো।ডার্বির হ্যাটট্রিকের মুখে দাঁড়িয়ে লাল-হলুদ কোচ বলছেন, ''এই ম্যাচের গুরুত্ব আলাদা। এটা একটা নতুন ম্যাচ। তাই চ্যালেঞ্জটাও নতুন।'' সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের নিরিখে ধারে-ভারে মোহনবাগান খানিকটা ব্যাকফুটে থাকলেও স্প্যানিশ কোচ অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। বলছেন, ''এই শহর, এখানকার ফুটবল সমর্থক, সমস্ত ফুটবলার ও কোচেদের জন্য ম্যাচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে ওদের মিডফিল্ড ভাল। কোলাডোও ভাল। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা গোটা দলের বিরুদ্ধে খেলব।'' দলে কোনও চোটাঘাত না থাকাও স্বস্তিতে রাখছে কোচকে।তবে ম্যাচের সময় নিয়ে একেবারেই খুশি নন দুই প্রধানের কোচই। ডার্বি দিয়েই সাধারণত কলকাতা ময়দানে লিগের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু এবারের ছবিটা অনেকটাই আলাদা। ঘরোয়া লিগে এবার শুরুর দিকেই মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু অধিনায়ক থেকে কোচ থেকে, কেউই এই ম্যাচকে ভাগ্য নির্নায়ক মনে করছেন না। বরং কোচেদের চিন্তায় ফুটবলারদের চোট-আঘাত। আলেজান্দ্রো বলছিলেন, ''আবহাওয়া ভাল না। কখনও কাঠফাটা রোদ তো কখনও বৃষ্টি। তাতে মাঠের হালও খারাপ হচ্ছে। ফুটবলাররা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। মনে হয় না নিজেদের সেরাটা দিতে পারে।'' একই সুর কিবুর গলাতেও। বিকেল ৩টেয় না হয়ে ম্যাচ সন্ধেয় হলে বেশি ভাল হত বলে দাবি তাঁর।

বেন স্টোকসকে নিজের ক্লাবে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হারি কেন

আশেজে মহাকাবিক ইনিংসের পরেই বেন স্টোকসে মজেছে বাইশ গজ। তার ছোঁওয়া এসে লেগেছে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে। বিখাত ক্লাব টটেনহাম হটস্পারের পক্ষ থেকে এবার স্টোকস পেলেনে নিজের নাম লেখা জার্সি। টটেনহাম তাদের ক্লাবে এই ব্রিটিশ অলরাউন্ডারকে স্বাগত জানিয়েছে।গত রবিবার লিডসের হেডিংলি ক্রিকেটে গ্রাউন্ড দেখেছে বেন স্টোকসের মহাকাবিক ইনিংস। তাঁর অপরাজিত ১৩৫ রানের ইনিংসে ভর করেই ইংলান্ড এক উইকেটে জিতে নিয়েছিল হেডিংলি টেস্ট। চলতি আশেজ সিরিজে সমতায় ফেরেন জো রুটরা।নতুন জার্সি পেয়ে স্টোকস লিখেছেন, ''কখনও কোনও ক্লাবকে সমর্থন করিনি। বরাবরই করতে চেয়েছি। সতি বলতে ফুটবলকে কখনও ভালবাসিনি। কিন্তু আমার প্রথম ফুটবল ক্লাব হিসেবে প্রথমের দিকেই ছিল টটেনহাম। তখন নীল আর হলুদ কিট ছিল। ওপরে থমসন লেখা থাকত। কিন্তু এটা পাওয়ার পর থেকে আমি সরকারি ভাবে স্পার্স ফান।''এই টুইট দেখার পরেই টটেনহামের স্টার ফুটবলার ও ইংলিশ অধিনায়ক হারি কেন টুইট করেছেন। স্টোকসির এই পছন্দকে তিনি তারিফ করেছেন। পাশাপাশি অ্যাশেজের জন শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন কেন। তিনি বলছেন আশেজের পর যেন স্টোকস তাঁদের মাচ দেখতে মাঠে আসে। আগাম আমন্ত্রণও পাঠিয়ে রাখলেন কেন।

বিরাটের ব্যাটে চাপ কাটল

অ্যান্টিগা টেস্টের পুনরাবৃত্তি। শুরুতে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যাওয়া। তারপর কখনও অজিঙ্কা রাহানে তো কখনও বিরাট কোহলির চওড়া ব্যাটে ভরসা খোঁজা। জামাইকা টেস্টের প্রথম দিনটাও সেরকমই গেল। লোকেশ রাহুল, পুজারাকে হারিয়ে ভারত যখন ব্যাকফুটে। তখন দলকে টেনে তুললেন অধিনায়ক। সঙ্গী মায়াঙ্ক আগরওয়াল। প্রথম টেস্টের মতো সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টেও টস জিতলেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক জেসন হোল্ডার। শুরুতেই ওপেনার লোকেশ রাহুলের (১৩) ফিরে যাওয়া। অ্যান্টিগা টেস্টের পর জামাইকাতেও ব্যর্থ চেতেশ্বর পুজারা (৬)। ভারতের রান তখন ৪৬/২। উইকেটে এলেন অধিনায়ক। দায়িত্ব নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। শতরান পাননি। কিন্তু ৭৬ রানের ইনিংসে ছিল দশটি চার। উল্টোদিকে মায়াঙ্ক আগরওয়াল ৫৫ রান করে গেলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রান পেয়েছিলেন। তারপর ফের অর্ধশতরান দেখা গেল মায়াঙ্কের ব্যাটে। প্রথম টেস্টের নায়ক রাহানে (২৪) ব্যর্থ। বিরাট যখন আউট হন, দলের রান ২০০ পেরিয়েছে। প্রথম দিনের শেষে ভারতের সংগ্রহ ২৬৪/৫। প্রাথমিক লক্ষ্য ৩০০ টপকে যাওয়া। উইকেটে আছেন হনুমা বিহারী (৪২) ও ঋষভ পন্থ। অ্যান্টিগা টেস্টে শতরান হারিয়েছিলেন বিহারী। জামাইকায় তিন অঙ্কের রানে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন তিনি। এর পরেও থাকছেন জাদেজা। প্রথম একাদশ অপরিবর্তিত রেখেছে ভারত। অশ্বিনকে জামাইকাতেও খেলানো হল না। একমাত্র স্পিনার জাদেজা। সঙ্গে তিন পেসার। ক্যারিবিয়ান পেসারদের মধ্যে জেসন হোল্ডার নিয়েছেন ৩ উইকেট। তারমধ্যে রয়েছে বিরাটের মহামূল্যবান উইকেট। এই দুই তারকাকে ভারতীয় ক্রিকেট দলে চাননি বিরাট এবং রবি শাস্ত্রী, বিশাল ক্ষতি ভারতীয় দলেরকোচ বিতর্ক নিয়ে প্রায় দিন পনেরোর মহানাটক দেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট জগত। শেষমেশ অনেক টালবাহানার পরে কপিলদেবের নেতৃত্বাধীন সিএসি কমিটি রবি শাস্ত্রীকেই দ্বিতীয়বার ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে। তবে এই নাটক এখানেই থেকে থাকেনি। বরং কোচ নিয়োগের পরে বাকি সাপোর্টস্টাফ নিয়োগ নিয়েও আবার একপ্রস্থ গোলমাল পোহাতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীর পছন্দ মতোই তার ঘনিষ্ঠ ভরত অরুণ ও সঞ্জয় বাঙ্গারকে আবারো কোচিং স্টাফে আনা হয়েছে। তবে ব্যাটিং কোচের পদ থেকে প্রমোশন পেয়ে বাঙ্গারকে আপাতত শাস্ত্রীর ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েচ। দ্বিতীয়বারের জন্য ফিল্ডিং কোচ নিযুক্ত হয়েছেন আর শ্রীধর। ব্যাটিং কোচ হয়েছেন বিক্রম রাঠোর। তবে প্রস্তাব অনুযায়ী জাহির খান ও রাহুল দ্রাবিড়ের ভূমিকা কী হতে চলেছে, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট ইঙ্গিত আসেনি বোর্ডের তরফ থেকে।সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে উঠে এসেছিল রাহুল দ্রাবিড় জাহির খানের নামপ্রথমে কোচ নিয়োগের দিন শাস্ত্রীর সঙ্গে ব্যাটিং ও বোলিং কোচ হিসেবে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল জাহির খান ও রাহুল দ্রাবিড়ের নাম। তার পরে ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবার ১৮০ ডিগ্রি ডিগবাজি খেয়ে বোর্ডের তরফে ''সংশোধিত'' ই-মেলে জানানো হয় পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবেন রাহুল-জাহির। এর পরেই আবার বাঙ্গার, অরুণ, আর শ্রীধরকে শাস্ত্রীর কোচিং স্টাফে নিয়োগ করা হয়। তার পরেই স্পষ্ট হয়ে যায় পুরনো সংসার নিয়েই শাস্ত্রী কোচিং করাবেন জাতীয় দলকে।দ্রাবিড়-জাহিরকে চাননা স্বয়ং বিরাট কোহলিইভারতীয় দলের কোচ নিয়োগ নিয়ে এমন নাটকের মধ্যেই একটি সর্বভারতীয় প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে, জাহির-দ্রাবিড়কে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে যুক্ত করতে শুধু শাস্ত্রীই নন, বরং উতসাহী নন স্বয়ং বিরাট কোহলিও। ওই সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবী করা হয়েছে যে, যা ভাবা হয়েছিল যে ভিত্তিতে ব্যাটিং ও বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় ও জাহির খানকে নিয়োগ করা হবে, তা আপাতত বিশ বাঁও জলে। কারণ, শাস্ত্রী ও বিরাট দু''জনেই চান না জাতীয় দলে দুই তারকা আসুন।রভ শচীন চেয়েছিলেন দ্রাবিড়-জাহিরকেকোচ নির্বাচনের সময়ে কোহলির ''শাস্ত্রী লাও'' দাবির সামনে ক্রিকেট অ্যাডভাইসারি কমিটি মাথা নত করলেও, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, শচীন তেন্ডুলকর, সুনীল গাভাস্কারের মত প্রাক্তনদের পরার্শ ছিল যে জাহির-দ্রাবিড়কে সহকারী হিসেবে নিয়োগ করতে হবে।

স্পানিশ ডার্বি''তে মাঝমাঠে লুকিয়ে জেতার চাবিকাঠি

রবিবাসরীয় যুবভারতীতে ফের একবার ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান। মরসুমের প্রথম ডার্বি। মেগা মাচে মুখোমুখি কলকাতার দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বি। মহারণে ইস্ট-মোহন।সদসমাপ্ত ডুরান্ড কাপের শেষ চারে উঠেছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। ফানেরা প্রত্যাশা করেছিলেন যে, উপমহাদেশের প্রাচীনতম টুর্নামেন্টের ফাইনালেই খেলতে পারে এই দুই ক্লাব। গোকুলাম কেরালার কাছে হেরেই ইস্টবেঙ্গলকে ডুরান্ড থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। ফাইনালে গিয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু ট্রফি ছিনিয়ে নেয় কেরালার দল। ফলে কলকাতা লিগের হাত ধরেই সল্টলেক স্টেডিয়াম দেখছে বহু প্রতাশিত বড় মাচ।গতবারের আই-লিগ রানার্স ইস্টবেঙ্গল আলেয়ান্দ্রো মেনেন্দেজের কোচিংয়ে ফুটছে। আগামিকাল কিবু ভিকুনার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাঁর দলই ফেভারিট। গত মরসুমের শেষ ডার্বি ২-২ ড্র হয়েছিল। ভিকুনার এটা প্রথম ডার্বি। তাঁর সব চেয়ে বড় চিন্তা দুর্বল রক্ষণ। তিন মাচে ইতিমধ্যেই তাঁর টিম পাঁচ গোল হজম করেছে। লিগ তালিকায় চার পয়েন্ট নিয়ে সাতে তারা। আর এই ডিফেন্সের জনই ডুরান্ড কাপ জেতা হয়নি তাঁর টিমের। আগামিকাল ফ্রান মোরান্তের কাঁধেই দায়িত্ব থাকবে ফর্মে থাকা খাইমে সান্টোস ও বিদাসাগর সিংকে রুখে দেওয়ার।ইস্টবেঙ্গল দু পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে। দেখতে গেলে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ ও ফরোয়ার্ড বাগানের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন ভিকুনাও। তিনি বলছেন লড়াইটা গোটা দলের বিরুদ্ধে। কোলাডোকে দ্বরাজ গলায় সার্টিফিকেট দিয়েছেন ভিকুনা। তাঁর মতে এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলে খেলা অনতম সেরা বিদেশি তিনি।বাগানের শক্তি বলতে মাঝমাঠে লালরামচুলোভা ও বেইতিয়া। সালভা চামোরো ও ভিপি সুহেরের যুগলবন্দিও ফুল ফোটাতে পারে মাঠে।

হার্দিক সুপারস্টার হয়ে উঠবে: পোলার্ড

আইপিএলে একই দলে খেলেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ড্রেসিংরুমে পোলার্ড—হার্দিকের খুনসুটি কারও অজানা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন হার্দিক। সামনের বছরই টি২০ বিশ্বকাপ। যেখানে হার্দিক বড় ভূমিকা নিতে পারেন। তবে হার্দিককে কিন্তু প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার পোলার্ড। তিনি বলেছেন, 'মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হার্দিককে প্রথমবার দেখেছিলাম। আমি আত্মবিশ্বাসী। একদিন সুপারস্টার হয়ে উঠবে হার্দিক।' এরপরই পোলার্ডের সংযোজন, 'যেভাবে নিজেকে মেলে ধরছে। অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। তাতে মাঠের বাইরের ঘটনা লোকে বেশিদিন মনে রাখবে না। নেতিবাচক দিকগুলো তারাই মনে রাখে যারা, প্রাচীনপন্থী হন। কিন্তু হার্দিক জানে মাঠে সেরাটা তুলে ধরতে পারলেই লোকে সব ভুলে যাবে। ক্রিকেট মাঠই জবাব দেওয়ার সেরা জায়গা।' টেলিভিশন শোয়ে হার্দিকের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়েই ভারতীয় অলরাউন্ডারের পাশে দাঁড়ালেন পোলার্ড। বিশ্বকাপের পর হালকা চোটের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন হার্দিক। ক্যারিবিয়ান সফরে যাননি। তবে আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে টি২০ ম্যাচে তিনি দলে ঢুকলেন।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed Re-tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from th bonafied fish seed Growers (Individual/Fishery Based SHGS/MSS Ltd.) of Khowai R.D. Block under Khowa Sub-Division producing available quantity of fish fingerlings in their owned/Leased out water bodies fo supply of Catla Fingerlings in different GP areas under the Khowai R.D. Block during the year 2019-20 The last date of submission of the tender is 05/09/2019 upto 3.00 PM. The eligible tenderer must be within the area of Khowai R.D. Block. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 04/09/2019 on any working days (from 11.00 am to 5.00 pm) for collection o tender form and detail terms and condition.

ICA/C-988/19

(KRISHNA HARI TRIPURA)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
KHOWAI SUB-DIVISION

PNlet No. e-PT-IX/EE/RD/STB/2019-20, Dated-27/08/2019

On behalf of the Governor of Tripura The Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites item wise separate e-tender (Single bid) from the eligible bidders in PWD Form-9 up to 3.00 P.M. on 16/09/2019 for Procurement of 9(Nine) nos various constructional Materials. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M 8787480265 / 9612690107. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-985/19

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

EDUCATIONAL NOTIFICATON

It is for appraisal for all concerned that "Special Counselling" on PCB Group on the basis of Merit list of Tripura Board of Joint Entrance Examination (TBJEE) 2019 will be conducted on 6th August, 2019 in the Regional Institute of Pharmaceutical Science & Technology (RIPSAT), Agartala, Tripura.

Eligible interested may attend the said Counselling along with all the Original Certificates of Age /Prof./PRTC/Caste Certificate & Mark Sheet of (10+2) and 4(four) copies of recent Passport size of photograph) at least 30 minutes ahead of scheduled time. The candidates, who have already availed seats in PCB or PCM group under TBJEE 2019 Counselling and have not surrendered such seats within specified time, need not to attend this Counselling. In case any candidate fails to produce original copies of required certificates/documents etc. at the time of Counselling he/she will not be allotted any seat. One set of self attested Photocopies of original documents/certificates etc. may also be brought at the time of Counselling.

Sl No.	Name of the Discipline	Name of the Instutions where B.Sc Nursing & different para-Medical Seats are available	Total no. of seats	UR	ST	SC
01.	B. Pharma	Regional Institute of Pharmaceutical Sciences (RIPSAT) Agartala	3	2	1	0

ICA/D-843/19

Yours fatihfully
(Dr. Suvankanta Dash)
Principal, RIPSAT

ইউয়েফা সেরা প্লেয়ারের তকমা কে পেতে চলেছেন ২০১৯ এ

স্পোর্টস ডেস্কঃ এতদিন মেসি রোনাল্ডো যুদ্ধ ছিল, এবার তৃতীয় ব্যাক্তি নাম লেখাল এই যুদ্ধে। ভ্যান ডিক।
লিভারপুলের এই প্লেয়ার ব্যালন ডি অর থেকে শুরু করে ফুটবলের একাধিক অ্যাওয়ার্ডে টেক্কা দিচ্ছেন মেসি, রোনাল্ডোকে।ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোঃ জুভেন্তাসের হয়ে বেশ ভালোই ছন্দে ছিলেন রোনাল্ডো। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না জিততে পারলেও জুভেন্তাসের জার্সি গায়ে ইতিমধ্যেই একাধিক ট্রফি জিতেছেন তিনি। শেষ মরশুমে ২৮ টি গোল করার পাশাপাশি ১০ টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।ভ্যান ডিকঃ এই তালিকার নতুন নাম। এতদিন পর্যন্ত স্ট্রাইকার দের রমরমা থাকলেও এই প্রথম একজন ডিফেন্ডার যে লাইমলাইটে নিজেকে রাখতে পেরেছেন। ২০১৮-১৯ মরশুমে গোলের বা অ্যাসিস্ট এর নিরিখে তাঁর বিচার না করা হলেও বিপরীত দলের প্লেয়ারকে ট্যাকেল করার ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য পেয়েছেন তিনি। ডুয়েল পারসেন্টেজ এবং এরিয়াল ব্যাটেলসে ৭০ শতাংশ সাফল্য পেয়েছেন তিনি।লিওনেল মেসিঃ ২০১৮-১৯ মরশুমের অনবদ্য পারফরম্যান্স ছিল লিওনেল মেসির। এই মরশুমের প্রচুর প্লেয়ারের থেকে বেশ কয়েকগুন এগিয়ে ছিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে জীবনের ষষ্ঠতম গোল্ডেন শ্যু জিতেছেন তিনি। ২০১৮-১৯ মরশুমে ৫১ টি গোল করার পাশাপাশি ২২ টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। প্রতি ম্যাচে ১.৪৬ গড়ে গোল করেছেন তিনি। পাশাপাশি লা লিগাতে ৩৬ টি গোল করেছেন তিনি।এই পুরস্কার দেওয়া হয় মূলত ভোটের উপর ভিত্তি করে। ইউয়েফার ৫৪ টি দেশের সাংবাদিকের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে। পাশাপাশি ৮০ টি কোচ যারা শেষ মরশুমে ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন। ভোটাররা তিন প্লেয়ারকে ভোট দিতে পারেন ১ নম্বর প্লেয়ারকে ৫ পয়েন্ট ২ নম্বর প্লেয়ারকে ৩ পয়েন্ট এবং ৩ নম্বর প্লেয়ারকে ১ পয়েন্ট। এই ভোটের উপর ভিত্তি করেই জয়ী প্লেয়ারের নাম ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

স্মিথকে আবারও বাউন্সার দিয়েই ক্রিজে স্বাগত জানাব, বললেন আর্চার

চলতি অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে জোফ্রা আর্চারের ৯২ মাইল প্রতি ঘণ্টায় ধেয়ে আসা বল আহত করেছিল প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক স্টিভ স্মিথকে। মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্মিথ। তখনই ড্রেসিংরুমে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে।৪৫ মিনিট বিশ্রাম নেওয়ার পরে ক্রিজে এসে আরও ১২ রান যোগ করে ৯২ রানে আউট হন স্মিথ।এর পর এখনও পর্যন্ত আরমাঠে নামতে পারেননি তিনি। এর পর টেমস দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। বেন স্টোকসের মহাকাব্যিক ইনিংসে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছেন জো রুটরা।সেই বাউন্সারের পর প্রথম মুখ খুললেন ২৪ বছরের আর্চার। সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, পরের টেস্টেও স্মিথকে স্বাগত জানাতে তৈরি থাকবে তাঁর বিধ্বংসী বাউন্সার। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস দলের সতীর্থ স্মিথের সঙ্গে সিরিজের পরে সময় কাটাতে ইচ্ছুক হলেও সিরিজ চলাকালীন তাঁর প্রতি কোনও রকম আবেগ দেখাতে নারাজ আর্চার। তিনি বলেন, ''ওই জায়গায় আঘাত লাগার আশঙ্কা খুবই কম থাকে। স্মিথের দুর্ভাগ্য যে বলটা হেলমেটে বা কাঁধে না লেগে ওই জায়গায় আঘাত করে। তবে আমি জিততে এসেছি। আমার অতিরিক্ত গতি যদি ওদের সমস্যায় ফেলে এবং মনে ভয় জাগায়, তা হলে তা আমার জন্যই লাভজনক।''পরবর্তী টেস্টে চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে লাল বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক উইকেটশিকারি জেমস অ্যান্ডারসনের। অ্যান্ডারসনের অভিজ্ঞতা ইংল্যান্ড বোলিং বিভাগকে আরও ক্ষুরধার করে তুলবে বলে মনে করেন জোফ্রা। তিনি বলেন,''জিমির মতো বিশ্বমানের বোলার দলে ফেরায় আমাদের সুবিধাই হবে। ওর অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা যে কোনও ব্যাটিং অর্ডারকে সমস্যায় ফেলবে। ও ফেরায় আমাদের দায়িত্বটাও অনেকটা ভাগ হবে।''চলতি বছরেই ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার ছাড়পত্র পান বার্বাডোজ জাত এই পেসার। বিশ্বকাপ ফাইনালে সুপার ওভারে দুরন্ত বল করে দলকে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ জেতানো থেকে শুরু করে অ্যাশেজে পাঁচ উইকেট অল্প কয়েক দিনের ব্যাবধানেই নায়ক হয়ে উঠছেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে আর্চার বলেন, ''গত কয়েক মাসেই সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমার অভিষেক ঘটেছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে সুপার ওভারে দুরন্তবল করে দলকে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ জেতানো থেকে শুরু

করে অ্যাশেজে পাঁচ উইকেট অল্প কয়েক দিনের ব্যাবধানেই নায়ক হয়ে উঠছেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে আর্চার বলেন, ''গত কয়েক মাসেই সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমার অভিষেক ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে দল প্রচুর ম্যাচ জিতেছি। ব্যাক্তিগত দিক থেকেও আমি অনেক সাফল্য পেয়েছি যা এত অল্প সময়ে পাব বলে আমি কখনও আশা করিনি। এই সাফল্যে আমি উচ্ছ্বসিত।''গত টেস্টের ঐতিহাসিক জয় ইংল্যান্ড দলের মনোবল অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে যা সিরিজের বাকি টেস্টগুলিতে তাঁদের এগিয়ে রাখবে বলে মনে করছেন আর্চার। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে শুরু হতে চলেছে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। ফর্মে থাকা আর্চার এবং স্মিথের দ্বৈরথের জন্য মুখিয়ে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব।

জাগরণ 1 September, 2019, Sunday আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৪ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

এক দেশ এক সংবিধানের নামে প্রচার চালাবে বিজেপি

চেন্নাই, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির নিয়ে দেশজুড়ে এক দেশ এক সংবিধান নামে প্রচার চালাবে বিজেপি। শনিবার এমনই জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পি মুরলীধর রাও। জাতীয় একতা কর্মসূচির মাধ্যমে এই প্রচার চালানো হবে। এদিন পি মুরলীধর রাও জানিয়েছেন, জাতীয় একতা কর্মসূচির মাধ্যমে গোটা দেশজুড়ে এক দেশ এক সংবিধানের নামে প্রচার চালানো হবে। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রচার চলবে। সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা কেন অবলুপ্ত করা হল তা সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য এর মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে সরকারের কি চিন্তাধারা ছিল তাও বিশদে জানানো হবে। দলীয় এই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, কার্যকারি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। এছাড়া অংশগ্রহণ করবেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। অমিত দেশের বিভিন্ন অংশে গিয়ে এই বিষয়ে প্রচার চালাবে।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তি করার জন্য বিজেপি নিন্দা করে ডিএমকে। পাল্টা ডিএমকের নিন্দা সরব হয়ে পি মুরলীধর রাও জানিয়েছেন, সরকার যে পদ্ধতিতে এই ধারা বিলুপ্ত করেছে তা সাংবিধানিক ভাবে বৈধ। ডিএমকে-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রতিটি কোনায় পৌছবে বিজেপি।

এইমস-এ ভরতি রাজ্যের সাংসদ প্রতিমা, গলব্লাডার স্টোন অপারেশন সম্পন্ন

নয়াদিল্লি- আগরতলা, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : গলব্লাডার জনিত সমস্যা নিয়ে দিল্লিস্থিত এইমস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ত্রিপুরার পশ্চিম আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ইতিমধ্যে তাঁর গলব্লাডার স্টোন অপারেশন হয়েছে। ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে অপারেশন হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের বেডে ভর্তি আছেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। আগামী দু-এক দিনের মধ্যে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন, জানানো হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির তরফে। তবে সাংসদ প্রতিমার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই বলেও দাবি করেছে দলীয় সূত্রটি। দিল্লিতে তিনি ভর্তি আছেন শুনে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। তাঁরা নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিমা ভৌমিক তথা রাজ্যবাসীর দিদির দ্রুত আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করছেন।

রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শনিবার আগরতলায় ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠনের বিক্ষোভ। ছবি- নিজস্ব।

যোগ্যতা ও দক্ষতাকেই প্রাধান্য, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারপার্সনদের জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনে বললেন ত্রিপুরার মুখ্যস সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ত্রিপুরা সরকার, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্য সচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু। রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারপার্সনদের জাতীয় কনভেনশন। আগরতলার সোনারতরী সরকারী অতিথিশালায় ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন আয়োজিত জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন তিনি।

উদ্বোধকের ভাষণে ত্রিপুরার মুখ্যসচিব বলেন, সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে নতুন নিয়োগ নীতি চালু করা হয়েছে। বিশেষ অতিথির ভাষণে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেন, রাজ্য সরকার প্রশাসনে দক্ষ জনশক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। আজকের এই জাতীয় কনভেনশনে বিভিন্ন রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারপার্সনদের অভিজ্ঞতা রাজ্যের জন্য কাজে লাগবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারপার্সন জগদীশ সিং, তেলেঙ্গানা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রফেসর ঘণ্ট চক্রপানি এবং ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এইচ এল দেববর্মা। আজকের এই জাতীয় কনভেনশনে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গোয়া, হরিয়ানা, কেরালা, মেঘালয়, উড়িষ্যা উত্তরাখণ্ড, গুজরাট এবং কর্ণাটক রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারপার্সনগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মধ্য রাজনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যায় জর্জরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৩১ আগস্ট ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুর্তি মধ্য রাজনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে নবনির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা জ্ঞানপাপি প্রধান শিক্ষক এমাদ উদ্দিনের অকথ্য গালাগাল ও রীতিমতো হেনস্তার শিকার হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। রাজ্য সরকার রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরাতে বিগত আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরাতে বিগত আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে নয়া শিক্ষানীতি চালু করেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়ণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা রাজ্য সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গ্রামেগঞ্জে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরাতে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করতে শুরু করেছে। স্কুলগুলির সমস্যা সম্পর্কে তারা খোঁজ খবর নিচ্ছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের কুর্তি গাওসভার প্রধান ও উপপ্রধান সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরাও গাঁওসভার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও স্কুল পরিদর্শন করেন। তাতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হয়েছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। মধ্য রাজনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গেলে বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এমাদ উদ্দিন তাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা বিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে তথ্য জানতে গেলে অভব্য আচরণ করা হয়। পঞ্চায়েত কর্মকর্তারা তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কুর্তির মধ্য রাজনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমাদ উদ্দিন হগবপন্থী কর্মচারী সংগঠনের নেতা। বাম বিধায়কের ঘনিষ্ঠ। তিনি গাঁও প্রধান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতার বদলে অভব্য আচরণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। ওই শিক্ষক প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন, উনি নাকি কোন কিছুর পরোয়া করেন না। সেখানে বদলি করা হবে সেখানেই যেতে প্রস্তুত। রাজ্য সরকার শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত করার চেষ্টা চালালেও একাংশ শিক্ষক কর্মচারী তাদের অবস্থানে অনড় রয়েছেন। তাদের এসব কাজকর্ম শিক্ষাঙ্গন ও কর্মসংস্কৃতিকে কলুষিত করে চলেছে।

মডার্ন ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ।। ভট্টপুকুর মডার্ন ক্লাব শারদোৎসবের অঙ্গ হিসেবে শনিবার বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করে। এ উপলক্ষ্যে গাছ লাগানো হয়। বৃক্ষরোপণ উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত চিলেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার সহ অন্যান্যরা। বৃক্ষরোপণ উৎসবে শামিল হয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, সামাজিক বনায়নের পাশাপাশি গাছগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্বও সকলকে নিতে হবে।

৫ সেপ্টেম্বর বন্‌ধের সমর্থনে যুব কংগ্রস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট ঃ কৈলাসহর কংগ্রেস ভবন আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর জেলা কংগ্রেস আহূত বন্‌ধকে সমর্থন জানিয়েছে যুব কংগ্রেস। বন্‌ধের আগের দিন কৈলাসহরে যুব কংগ্রেসের তরফে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হবে। শনিবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী। গত ২৮ আগস্ট কৈলাসহরে জেলা কংগ্রেস ভবনে হামলা চালায় এক দল দুষ্কৃতীকারী। এতে জেলা কংগ্রেস ভবনে আসবাব পত্র ভাঙচুর সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি তছনছ হয়। কংগ্রেস দল এ ঘটনায় শাসক বিজেপি দলের দিকে আঙুল তোলে। তাদের অভিযোগ নব্য বিজেপির অত্যুৎসাহী দুষ্কৃতিকারীরাই এ তাণ্ডব চালিয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি মামলা জেলা কংগ্রেসে তরফ থেকে কৈলাসহর থানায় দায়ের করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অভিযোগ থানায় অভিযোগপত্র

ছয়ের পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় বেকারত্ব মোকাবিলায় মালিকগোষ্ঠির সহযোগিতা চাইলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় বেকারত্ব মোকাবিলায় মালিকগোষ্ঠিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর কথায়, রেগা নির্ভরশীল অর্থনীতির বদলে স্বনির্ভরতার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর গড়ে তুলার পাশাপাশি ত্রিপুরায় কাজের সুযোগ বাড়াতে হবে।

শনিবার আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে টিআরএলএম এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এমপ্লয়ার্স মিট আয়োজিত হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংস্থার কর্তারা অংশ নিয়েছেন। সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হয়েছে।

এদিন এমপ্লয়ার্স মিট উদ্বোধন করে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত হোন।

রাজ্য সরকার সব ধরনের সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত রয়েছে। আপনারাও প্রস্তুতি নিন। তাঁর কথায়, বেকার যুবক-যুবতীরা ত্রিপুরার বাইরে যাচ্ছেন এবং প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অল্প বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি বলেন, বেঙ্গালুরুর মতো শহরে কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট বেতন তারা পাচ্ছেন না। তবুও তাঁদের ওই কষ্ট সহ্য করতেই হবে। তবেই তাঁরা স্বরোজগারী হয়ে উঠতে পারবেন, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, এ-ক্ষেত্রে প্রকল্প রূপায়ন এজেন্সিগুলিকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, হসপিটাল, বিউটি পার্লার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ গঠনের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তাতে, ত্রিপুরারও প্রগতি হবে। তিনি আক্ষেপ করেন বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে শুধু রেগার উপর মানুষ নির্ভরশীল থাকতেন এবং পুকুর কাটা তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল। সেই রেগা নির্ভর অর্থনীতি বদলাতে চাইছে ত্রিপুরা সরকার, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, বর্তমান যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া খুবই জরুরি। কারণ, দক্ষতার উপর নির্ভর করে এখন বেতন নির্ধারিত হয়। তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় মানুষের দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা বিকাশের ফলে ৭০ শতাংশ কর্মসংস্থান নিশ্চিত হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, আজকের এই কর্মসূচী স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেপে নিতে ত্রিপুরা সরকারকে সহায়তা করবে। কারণ, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণে তা খুবই জরুরি বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি, স্থানীয় বাজার আকারে ছোট হতেই পারে। কিন্তু, ওই বাজারগুলিকে অবহেলা করা কোনভাবেই উচিৎ হবে না। তাই, এ-বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার একাধিক প্রস্তাব নাবার্ড-কে পাঠিয়েছে।

এদিন টিআরএলএম সিইও সুধাকর সিন্ডে বলেন, যুব প্রজন্মের দক্ষতা বিকাশ এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায় গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন সংস্থার কর্তাদের সাথে আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালের মধ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৫০০ মিলিয়ন যুবক-যুবতীদের দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে।

সুনন্দা পুষ্কর মৃত্যু মামলা

শশী থারুরের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আবেদন দিল্লি পুলিশ-র

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : সুনন্দা পুষ্কর মৃত্যু মামলায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে শশী থারুরের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আবেদন জানাল দিল্লি পুলিশ। আগামী ১৭ অক্টোবর বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে গঠিত ভারতীয় দন্ডবিধির ধারার উপর পরবর্তী শুনানি হবে দিল্লির আদালতে। দিল্লির আদালতে এদিন সুনন্দা পুষ্করের ভাই আশিষ দাস জানিয়েছেন, বিবাহিত জীবনে খুশী ছিলেন তাঁর দিদি। কিন্তু শেষ দিনগুলিতে তাঁর মানসিক অস্থিরতা চলছিল। তবে, তিনি কখনও আত্মহত্যা করার কথা ভাবতেই পারেন না।

এদিন দিল্লির আদালতে শশী থারুরের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ধারা ৪৯৮ এ (স্বামী বা স্বামীর কোনও আত্মীয়ের দ্বারা বধূ নির্যাতন) এবং ৩০৬ ধারায় (আত্মহত্যায় প্ররোচনা) চার্জ গঠনের আবেদন জানায় দিল্লি পুলিশ। এ ব্যাপারে শশী থারুরের আইনজীবী ভি পাহওয়া বলেন, 'মনোবিদ এবং ময়নাতদন্তকারী বিশেষজ্ঞদের মতামত পড়েন নি সরকার পক্ষের আইনজীবী। মনোবিদ এবং ময়নাতদন্তকারী বিশেষজ্ঞদের মতে এটি হত্যা বা আত্মহত্যার ঘটনা নয়। অজানা বায়োলজিকাল কারণে মৃত্যু হয়েছে সুনন্দার। আত্মহত্যার কোনও প্রমাণ না থাকলে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে? সরকার পক্ষের আইনজীবী শুধুই নিজের প্রস্তাবিত চার্জের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন।' শশী থারুরের পক্ষের আইনজীবী ভি পাহওয়া আরও জানান, 'বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের কোনও বিবৃতিতেই কোথাও প্রমাণিত হয়নি যে সুনন্দা পুষ্করের ওপর কোনওরকম অত্যাচার করেছেন শশী থারুর। বরং অনেকের বক্তব্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁকে যথেষ্ট সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতেন ড় থারুর।'

রাজ্যে যাতে লিঙ্গ বৈষম্য না থাকে সেজন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে : সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। সিপাহীজলা জেলায় আজ থেকে সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের পথ চলা শুরু হয়েছে। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন এবং জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ স্থানে আয়োজিত এই ভবনটির দ্বারোদঘাটন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মী সান্তনা চাকমা। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন রূপালী দে, বিশালগড় পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, সিপাহীজলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সি কে জমাতিয়া, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রীয়া দাস দত্ত। বিশালগড় হাসপাতাল সংলগ পালপাড়াস্থিত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাঠে আয়োজিত 'সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার' এর উদ্বোধন করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মী সান্তনা চাকমা বলেন, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, দেশে বিভিন্ন রাজ্যে ডাউরী প্রভিশন্যাল অ্যাক্ট রয়েছে।

সমস্ত জায়গায় জভেনাইল জাষ্টিস বোর্ডও রয়েছে। তারপরেও নারী ও শিশুদের বিভিন্নভাবে হয়রানী হতে হচ্ছে। তিনি বলেন, মানুষকে সচেতন হতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই যতদিন পর্যন্ত নিজেদের কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে পালন না করি ততদিন পর্যন্ত গার্হস্থ হিংসা উপেক্ষা করে সমাজের, রাজ্যের এবং দেশের কল্যাণ করা যাবে না। তিনি বলেন, প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই চলবেনা। আদর্শ মানুষ হতে হবে। যুবক, যুবতীদেরও সমাজের জন্য ভাবতে হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা ভাবতে হবে। তবেই রাজ্য ও দেশের উন্নতি হবে। তিনি বলেন, প্রশাসনের একার দ্বারা সবকিছু করা সম্ভব নয়। বর্তমান সরকার সমস্ত ত্রিপুরা বাসীকে নিয়ে উন্নয়নের রাস্তায় হাটতে চলেছে। রাজ্যে যাতে লিঙ্গ বৈষম্য না থাকে সে জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভ্রূণ হত্যা সহ অসামাজিক কার্যকলাপ সরকার বরদাস্ত করবেনা বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ রাখেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা সি কে জমাতিয়া, জেলার সি এম ও ডা. অঞ্জন বিশ্বাস, বিশালগড় পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ প্রমুখ।

কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকা সমস্যায় জর্জরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩১ আগস্ট ।। কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি শহরাঞ্চল ও শহর দক্ষিণাঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে মোট ১৪ দফা দাবি জানিয়ে কৈলাসহর পুর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন প্রদানের পূর্বে এক মিছিল সিপিআইএম জেলা কার্যালয় থেকে শহরের বিভিন্ন পদ্ধতি পরিক্রমা করে পুর পরিষদের সামনে এসে জড়ো হয়।

তারপর পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল পুর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক রূপক ভট্টাচার্যের কাছে ১৪ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করে। এই ১৪ দফা দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পুরো এলাকায় প্রকল্পে দুর্গাপুজার আগেই পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজের ব্যবস্থা করা এবং মজুরি ৩৪০ টাকা প্রদান করা। দুই বেলা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহ করা এবং পুর এলাকায় বিদ্যুৎ চপলতা বন্ধ করা সহ স্ট্রিট লাইটগুলির সংস্কার সাধন করা। শারদোৎসবের পূর্বে শহরের সমস্ত ভাঙা রাস্তা মেরামত করা। যে সকল বেকার যুবকরা কাজ করছেন তাদের সমস্ত বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়া। ফর্ম ইলেভেনে যে সকল বেকার যুবকরা কাজ করছেন তাদের সমস্ত বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়া। ই-রিক্সা শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধে কাগজপত্র সহ নিয়মকানুনের সরলীকরণ করা। শহরের জল নিষ্কাশন প্রকল্পের ড্রেনগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার ও মেরামতি করা। সোনামারা সমতল পাকা সেতুর কাজ দ্রুত শুরু করা, মনু ইন্টিগ্রেটেড কাস্টমের কাজ শুরু করা, মহকুমা হাসপাতালে ভেঙে পড়া পরিষেবা উন্নত করা, মনু নদীর বাঁধ সংস্কারের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে পুরো পরিষদের সামনে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন নেতৃত্বরা। এই মিছিল ও ডেপুটেশন এর নেতৃত্বে সিপিআইএম শহরাঞ্চল কমিটির সেক্রেটারি অরুণাভ সরকার। এছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডিওয়াইএফআই মহকুমা সম্পাদক বিশু দাস, স্বপন আচার্য, মায়া মিত্র, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।